ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"
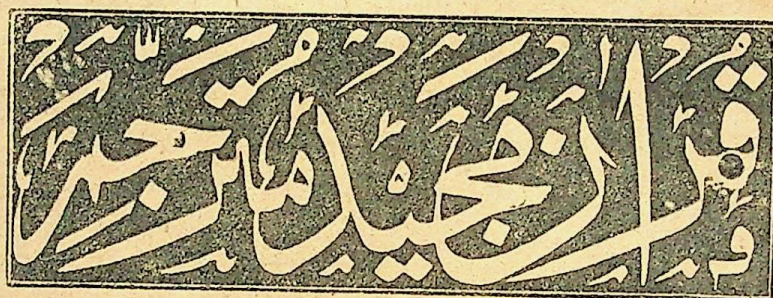
মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

বঙ্গানুবাদ

কোর্‌আন শরীফ

৫ম পারা—অল্‌-মোহ্‌ছানাত্‌

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা—১৪।

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

বঙ্গানুবাদ খোতবায় এলমী

মূল আরবী ও বাংলায় উচ্চারণ সহ জুমা, ঈদ ও নেকাহের বৃহৎ খোতবা

ইহাতে আধুনিক ও সহজ পদ্ধতিতে উচ্চারণ সম্বলিত এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ নিখুঁতভাবে অনুদিত ৩০টি খোতবা আছে। সর্ব্বপ্রিয় ও বহুপ্রচলিত খোতবায় এলমীর খোতবাসমূহ ছাড়াও হজরত মওলানা ইসমাঈল শহীদ সাহেব ও বিশ্ববিশ্রুত মওলানা ইবনে নাবাতারও ২টি করিয়া খোতবা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

— মাদ্রাসা স্কুলের —

* পঞ্চভাষা ওয়ার্ডবুক *

একত্রে ইংরাজি, বাঙ্গলা, আরবি, ফারসি ও উর্দ্দু এই পাচ ভাষার ওয়ার্ডবুক। এই ওয়ার্ডবুক ছাপা হওয়ায় বঙ্গীয় মুছলমান ছাত্র-ছাত্রীদিগের একটি অতি দরকারী অভাব পূরণ হইল।

মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

বঙ্গানুবাদ দোয়া গঞ্জল আর্‌শ ও দরূদ আকবর

প্রথমে এক লাইন আরবি ও আরবির নিম্নে আরবির বাংলা উচ্চারণ ও তাহার নিম্নে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

— বঙ্গানুবাদ পাঞ্জেছুরা —

পাঞ্জেছুরার কোন্ ছুরার কি মাহাত্ম্য এবং প্রত্যেক ছুরার মূল আরবি ও আরবির সম্পূর্ণ বাংলা উচ্চারণ সহ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে তেলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হইয়া যাইবে।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ ছাহেবের—

কোরআনের দোয়া ও আমালিয়াত

কোর্‌আন শরীফ এক অমূল্য রত্ন। ইহার কোন্ আয়েত আমল করিলে কি ফল পাওয়া যায়, সে সমস্ত বিষয় সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণ মোছলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণের উপকারার্থে মূল আরবী আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা সহজে কামালিয়াত হাছেল করা যায়। সমস্ত দোয়া আয়ত পরীক্ষিত—১ম খণ্ড ।৵০, ২য় খণ্ড ।৵০, ৩য় খণ্ড ।৵০, ৪র্থ খণ্ড ।৵০ আনা চার খণ্ডে একত্রে টিশ বাঁধাই সহ—২৲ দুই টাকা।

মওলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ

৫নং, হাজী লেন, কলিকাতা।

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ

অল্-মোহ্ছানা-তো মেনান্-নেছা—এ ইল্লা- মা- মালাকাৎ আয়্মা-নোকুম্ কেতা-বাল্লা-হে

আর সেই স্ত্রীলোকেরা(ও তোমাদের প্রতি হারাম) যাহারা (অন্যের) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে কিন্তু যাহারা (যে স্ত্রীলোকেরা কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধে বন্দিনী হইয়া) তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে (তাহারা হারাম নহে, ইহা) আল্লার লিখিত নির্দ্দেশ

عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ

আলায়্কুম্, অ-ওহেল্লা লাকুম্ মা-অরা—আ জা-লেকুম্ আন্ তাব্তাগু বে-আম্ওয়া-লেকুম্

তোমাদের প্রতি, আর (যে সকল স্ত্রীলোককে তোমাদের প্রতি হারাম করা গিয়াছে) তাহাদের ছাড়া (অন্যান্য) সকল স্ত্রীলোকই তোমাদের জন্য হালাল এই শর্ত্তে যে তোমরা ইচ্ছুক হও তোমাদের মাল (অর্থাৎ মোহর)-এর এওজে

مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ

মোহ্ছেনীনা গায়্রা মোছা-ফেহীনা, ফামাছ্তাম্তাতুম্ বেহী- মেন্হোন্না ফাআ-তু হোন্না

নেকাহ্ করিতে—কামশক্তি নিবৃত্তির অর্থাৎ জেনাকারীর জন্য নহে, অতএব উহাদের মধ্যকার যে সকল স্ত্রীলোক হইতে তোমরা (সহবাসের) আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছ তাহাদিগকে (তাহা) দিয়া দাও

اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ

ওজুরা হোন্না ফারীদাহ্, অলা- জোনা-হা আলায়্কুম্ ফীমা- তারা-দ্বায়্তুম্

তাহাদের (তোমরা) যে মোহর ধার্য্য করিয়াছিলে, আর তোমাদের প্রতি কিছুই গোনাহ্ নাই তোমাদের উভয় সম্মতিক্রমে (মোহরের কম-বেশী করিতে)

بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ

বেহী- মেম্-বা'দেল্-ফারীদ্বাহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না আলীমান্ হাকীমা-। অমাল্-

(মোহর) ধার্য্য হওয়ার পশ্চাতে; নিশ্চয় আল্লাহ্ (সকলেরই অবস্থা সম্বন্ধে) জ্ঞাত (আর সমস্ত কাজ) হেকমত (এবং তদবীর) দ্বারা করিয়া থাকেন। আর তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তির

لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

লাম্ য়্যাছ্তাতে' মেন্কুম্ তাওলান্ আই য়্যান্কেহাল্-মোহ্ছানা-তেল্-মো'মেনা-তে

মুছলমান বিবিদিগের সহিত বিবাহ (নেকাহ্) করিবার ক্ষমতা না থাকে

শানে-নজুল—"অল্-মোহ্ছানাত্" আয়তের শেষ পর্য্যন্তকার 'শানে-নজুল' এই যে হজরত রছুলে-করীম (দঃ), আওতাছ' যুদ্ধে ছাহাদিগের মধ্য হইতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে কিছু সংখ্যক লউণ্ডী গনিমত রূপে মুছলমানদিগের হস্তগত হয়। মুছলমানগণ এই ধারণা-বশে যে, ইহাদের স্বামী নিজগৃহে অবস্থান করিতে থাকিবে, সুতরাং তাহাদের সহিত সহবাস করিতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে। তখন আল্লাহ্ অত্র আয়ত নাজেল করেন। আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, সধবা নারীর সহিত অন্য পুরুষের সহবাস হারাম। কিন্তু যে সকল জেহাদে গনিমতরূপে হস্তগত হয়, তাহারা গনিমতের মালেরই অনুরূপ হালাল। কিন্তু তাহাদের সহিত সহবাসেও এতটুকু সময়ের প্রতীক্ষা অবশ্য পালনীয় যে, সেই স্ত্রীলোক গর্ভবতী কিনা তাহা জানা যায়।

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط

ফামেম্-মা- মালাকাৎ আয়্‌মা-নোকুম্ মেন্ ফাতাইয়্যা-তেকুমোল্-মো'মেনা-ত্,

তবে তোমাদের (পক্ষে সেই) লউণ্ডীই (যথেষ্ট) যাহারা (কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধে) তোমাদের (মুছলমানদিগের) আয়ত্তাধীনে আসিয়া পড়ে (১৫) এই শর্ত্তে যে সে (সেই লউণ্ডী) মো'মেনা হয়

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ

অল্লা-হো আ'লামো বে-ঈমা-নেকুম্, বা'দ্বোকুম্ মেম্-বা'দ্ব, ফান্‌কেহু হোন্‌না

আর আল্লাহ্ (তোমরা আদমের বংশধর হওয়ার দিক দিয়া) তোমাদের ঈমানকে বিশেষরূপ জানেন, তোমরা একে অন্য হইতে উদ্ভূত, অতএব (নিশ্চিন্তে) তোমরা উহাদের সহিত বিবাহ করিতে পার

بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ

বে-এজ্‌নে আহ্‌লেহেন্‌না অ-আতু হোন্‌না ওজুরা হোন্‌না বেল্-মা'রূফে মোহ্‌ছানা-তেন্

উহাদের মালিকদিগের অনুমতিক্রমে আর দস্তুর অনুযায়ী উহাদের ধার্য্য মোহর উহাদিগকে দিয়া দিবে (কিন্তু উহাদিগকে দেওয়ার) শর্ত্ত এই যে উহাদিগকে বিবাহ করিবে

غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ج فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ

গ্বায়্‌রা মোছা-ফেহা-তেঙ্ অলা- মোত্তাখেজা-তে আখ্‌দা-ন্, ফাএজা— ওহ্‌ছেন্না-ফাইন্

(তোমাদের সহিত উহাদের) প্রকাশ্য বেশ্যাভাবে বা গুপ্ত উপপত্নীরূপে থাকিবার ইচ্ছা না থাকে, (২৬) অনন্তর বিবাহ-বন্ধনে আসিবার পরে যদি

اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ

আতায়্‌না বে-ফা-হেশাতেন্ ফাআলায়্‌হেন্‌না নেছ্‌ফো মা- আলাল্-মোহ্‌ছানা-তে

নির্লজ্জতার কাজ (অর্থাৎ জেনা) করে তবে যাহা (যে শাস্তি) বিবিগণের জন্য (নির্দ্ধারিত আছে) উহাদের প্রতি উহার অর্দ্ধেক

مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا

মেনাল্-আজা-ব্, জা-লেকা লেমান্ খাশেয়্যাল্-আনাতা মেন্‌কুম্, অ-আন্ তাছ্‌বেরূ

শাস্তি, (১৭) ইহা (লউণ্ডীর সহিত বিবাহ করিবার অনুমতি) সেই ব্যক্তিরই জন্য রহিয়াছে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির জেনার ভয় থাকে, আর তোমরা ছবর করিলে (তাহা)

---

(১৫) এদেশে "বিবি" বলিতে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বুঝায়। যথাঃ—(১) বিবাহকৃত স্ত্রী; (২) সাধারণ শরীফজাদী অর্থাৎ ভদ্রমহিলা —যে মহিলা কাহারও লউণ্ডা-বাঁদী নহে। আয়তোক্ত "বিবি" অর্থে—শরীফজাদী।

(১৬) হজরত মাওলানা শাহ্ ওলিউল্লাহ্ এবং হজরত মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীন ছাহেব দ্বয় "মোছা-ফেহা-ত্" শব্দের অর্থ 'প্রকাশ্যে, জেনা এবং "মাত্তাখেজা-তে আখ্‌দা-ন্" শব্দের 'গুপ্তপ্রেম' বা গোপন-ভালবাসা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(১৭) নারী দুই প্রকার, যথাঃ—(১) লউণ্ডী (জেহাদে মুছলমান-হস্তে বন্দিনী কাফেরা নারী—যাহাদিগকে এছলামে দীক্ষিতা করা হয়); (২) নিজ গৃহের বিবি (স্ত্রীলোক)। বিবি অর্থাৎ গৃহ-নারীদিগের মধ্যে যাহাদের প্রতি বিদ্যমান, তদ্রূপ নারী কর্ত্তৃক জেনা অনুষ্ঠিত হইলে তাহার

ع ৪ / ১ রুকু

خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُرِيدُ اللَّهُ

খায়্‌রোল্‌-লাকুম্‌, অল্‌লা-হো গাফুরোর্‌রাহীম্‌। ইয়োরীদোল্‌লা-হো

তোমাদের পক্ষে (খুবই) উত্তম. আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী দয়ালু। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন

لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

লে-ইয়োবায়্যেনা লাকুম্‌; অ-য়্যাহ্‌দেয়্যাকুম্‌ ছোনানাল্‌লাজীনা মেন্‌ ক্বাব্‌লেকুম্‌

যে যাহারা (যে নবী ও নেককারগণ (তোমাদের অগ্রবর্ত্তী তাহাদের তরিকা তোমাদিগকে বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেন আর তোমাদিগকে সেই তরিকার উপর চালান

وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن

অ-য়্যাতূবা আলায়্‌কুম্‌, অল্‌লা-হো আলীমোন্‌ হাকীম। অল্‌লা-হো ইয়োরীদো আঁই-

এবং তোমাদের প্রতি মনোযোগী হন, আর আল্লাহ্‌ (সমস্তই) জানেন (এবং প্রত্যেক কাজ) হেকমতে(র দ্বারা) করেন। আর আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন যে

يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا

য়্যাতূবা আলায়্‌কুম্‌, অ-ইয়োরীদোল্‌লাজীনা য়্যাত্তাবেউনাশ্‌-শাহাওয়া-তে আন্‌ তামীলূ

তোমাদের (অবস্থার) প্রতি মনোযোগী হন, আর যাহারা খাহেশে নফ্‌ছানীর (মনের দুষ্টামীর) পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহাদের ইচ্ছা এই যে তোমরা (সরল পথ ভ্রষ্ট হইয়া) দূরে পড়

مَيْلًا عَظِيمًا ○ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ

মায়্‌লান্‌ আজীমা-। ইয়োরীদোল্‌লা-হো আঁই-ইয়োখাফ্‌ফেফা আন্‌কুম্‌,

বহুদূরে। আল্লার ইচ্ছা এই যে তোমাদের (উপর) হইতে (নির্দ্দেশ বোঝা) হাল্কা করেন,

وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

অ-খোলেকাল্‌-এন্‌ছা-নো দ্বায়ীফা-। ইয়া-আয়্‌ইয়োহাল্‌লাজীনা আ-মানূ

আর মানুষ দুর্ব্বলরূপে সৃজিত (সুতরাং গুরু নির্দ্দেশ-বোঝা বহনে অক্ষম)। হে মুছলমানগণ!

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ

লা- তা'কোলূ আমওয়া-লাকুম্‌ বায়্‌নাকুম্‌ বেল্‌-বা-তেলে ইল্‌লা- আন্‌ তাকূনা

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের মাল (ধন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি) গ্রাস করিও না কিন্তু (যদি) হয়

শাস্তি 'ছঙ্গছার'। আর অবিবাহিতা নারী কর্ত্তৃক জেনা অনুষ্ঠিত হইলে তাহার শাস্তি একশত কোড়া এই জন্য যে, স্বামী জীবিত থাকুক বা না থাকুক বিবাহিতা নারীর দ্বারা কু-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহার পিতৃকুল ও স্বামীকুলে কলঙ্কের ছাপ পড়ে, অথচ অবিবাহিতা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কু-ক্রিয়ার দুর্ণাম কেবল তাহারই প্রতি। আর লউণ্ডী (বন্দিনী হওয়ার পূর্ব্বে) হয় ত বহু সম্মানের অধিকারিণী থাকে, তজ্জন্যই তাহার শাস্তি উভয় অবস্থায় অর্দ্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশ কোড়া। কারণ ছঙ্গছারের অর্দ্ধেক ত সম্ভবপরই নহে।

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ

তেজ্জা-রাতান্ আন্ তারা-দ্বেম্-মেন্কুম্; অলা- তাক্‌তোলু আন্‌ফোছাকুম্;

তো মাদের আপোষ-সম্মতিতে কারবার (আর উহাতে কিছু হাত লাগিয়া যায় তাহা হইলে তাহা গ্রহণ নাজাএজ নহে); আর তোমরা (নিজেরা) নিজদিগকে হালাক, (ধ্বংস) করিও না,

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا

ইন্নাল্লা-হা কা-না বে-কুম্ রাহীমা-। অমাঁই-য়্যাফ্‌আল্ জা-লেকা ওদ্ওয়া-নাঙ্

(তোমাদিগকে এ-উপদেশ এজন্য প্রদত্ত হইতেছে যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কৃপালু। (১৮) আর যে ব্যক্তি ইহা (অর্থাৎ পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস) করিবে জবরদস্তি

وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ

অ-জোল্‌মান্ ফাছাওফা নোছ্‌লীহে না-রা-; অকা-না জা-লেকা আলাল্লা-হে

ও জুলুম সহকারে তবে আমি তাহাকে (কেয়ামত-দিবসে) দোজখাগ্নির মধ্যে লইয়া গিয়া নত করিয়া দিব, আর ইহা আল্লার পক্ষে

يَسِيْرًا ۝ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ

য়্যাছীরা-। ইন্ তাজ্‌তানেবু কাবা-এরা মা- তোন্‌হাও-না আন্‌হো নোকাফ্‌ফের্

সহজ (কার্য্য)। যদি তোমরা বড় বড় গোনা(র কাজ) হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাক যাহা (যে সকল কাজ) হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে (তাহা হইলে) আমি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব

عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

আন্‌কুম্ ছায়্যিয়্যেআ-তেকুম্ অ-নোদ্‌খেল্‌কুম্-মোদ্‌খালান্ কারীমা-।

তোমাদের (ছোট ছোট) দোষগুলি তোমাদের (আমলনামা) হইতে আর তোমাদিগকে মহা-সম্মানিত স্থলে লইয়া গিয়া স্থান দিব।

---

(১৮) "তোমরা (নিজেরা) নিজদিগকে হালাক করিও না"—ইহার মর্ম্ম কাহারও কাহারও মতে আত্মহত্যা, কাহারও কাহারও মতে 'বৎলে-নফছ—যাহার শাস্তি—ক্বেছাছ অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ। অন্যের বধ করাকে "নিজেকে নিজে হালাক" এজন্য বলিয়াছেন যে, আদম-সন্তান মাত্রই মূলতঃ একেরই শাখা। যথা—শেখ ছা'দির উক্তি :—

بنی آدم اعضائے یکدیگر اند - کہ در آفرینش زیک جوہرند

چو عضوئے بدرد آورد روزگار - دگر عضوہا را نماند قرار

অর্থাৎ—"আদম-সন্তান পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ; কারণ উহার সৃষ্টি একই ধাতুতে। কোনক্রমে কোনও অঙ্গ ব্যাথাক্রান্ত হইলে অন্যান্য অঙ্গেরও স্বভাবিক ব্যতিক্রম ঘটে।"

কাহারও কাহারও মতে "নিজেকে নিজে হালাক" করার অর্থ এরূপ কষ্ট বরণ করিয়া লওয়া যাহার পরিণাম ধ্বংসপ্রাপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ لِلرِّجَالِ

অ লা- তাতামান্নাও মা- ফাদ্বালাল্লা-হো বেহী বা'দ্বাকুম্ আলা- বা'দ্ব্, লেরে'জ্বা-লে

আর তোমরা (এ-বিষয়ে) আক্ষেপ করিও না যে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির উপর বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছেন, (১৯) পুরুষেরা যেরূপ

نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۭ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۭ وَسْــَٔـلُوا اللّٰهَ

নাছীবো ম্ মেম্মাক্তাছাবূ, অলেন্নেছা-এ নাছীবোম্ মেম্মাক্তাছাব্না ; অছ্আলোল্লা-হা

কাজ (আমল) করিয়া থাকে তাহাদিগকে (ছওয়াবের মধ্য হইতে) উহার হিস্যা (মিলিবে), আর নারীরা যেমন কাজ (আমল) করিয়া থাকে তাহাদিগকে (ছওয়াবের মধ্য হইতে) উহার হিস্যা (মিলিবে), আর (সকল সময়ই তোমরা) আল্লার নিকটে প্রার্থী থাকিও

مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝ وَلِكُلٍّ

মেন্ ফাদ্ব্লেহী, ইন্নাল্লা-হা কা-না বেবুল্লে শায়্এন্ আলীমা-। অ-লেকুল্লে

তাঁহার কৃপার, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতা। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য

جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۭ

জ্বাআল্না- মাওয়া-লেয়্যা মেম্মা- তারাকাল্- ওয়া-লেদা-নে অল্ আক্ব্রাবুনা,

আমি ওয়ারেছ (মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তির প্রাপক) স্থির করিয়াছি মাতা-পিতা ও স্বজনগণ যাহা (যে সম্পত্তি) ছাড়িয়া (মারা) যায়,

---

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

অল্লাজীনা আক্বাদাৎ আয়্মা-নোকুম্ ফাআ-তু হুম্ নাছীবাহুম্, ইন্নাল্লা-হা কা-না

আর যাহাদের সহিত তোমাদের ওয়াদা-একরার রহিয়াছে তাহাদিগকে (ও) তাহাদের হিস্যা দিয়া দাও, নিঃসন্দেহ রহিয়াছে আল্লার

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَاۗءِ

আলা-কুল্লে শায়্এন্ শাহীদা-। ع আরে'জ্বা-লো ক্বাও-ওয়া-মুনা আলান্-নেছা-এ

দৃষ্টি-সম্মুখে সকল বস্তুই। (২০) পুরুষগণ নারীদিগের প্রতি (যে) প্রভাবান্বিত (ইহার দুইটী কারণ রহিয়াছে, প্রথম)

ع ৫ / ২ রুকু

---

(১৯) নারী জাতিকে আল্লাহ্ এ-ভাবে সৃজন করিয়াছেন যে, দুনিয়া ত দূরের কথা, দীনের কার্য্যেও তাহাদের পক্ষে পুরুষের সমকক্ষতা সম্ভবপর নহে। প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য-হেতু নারীজাতী জেহাদ (ধর্ম্ম যুদ্ধ) কার্য্যেরও উপযোগী নহে। সন্তান প্রসব ব্যাপারে, সন্তানের দুগ্ধদান ব্যাপারে, শিশু সন্তানের লালন-পালন ব্যাপারে এক বিশেষ দীর্ঘ সময় নারীদিগকে নামাজ এবং রোজা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এজন্য নারীদের মনে এরূপ আক্ষেপের উদ্রেক হওয়া বিচিত্র নহে যে, হায়! আমরা পুরুষ হ'ই নাই কেন? আল্লাহ্ নারীজাতিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—"পুরুষদিগের পুণ্য পুরুষদিগের সঙ্গে, আর নারীদিগের পুণ্য নারীদিগের সঙ্গে।

(২০) হজরত শাহ্ আবদুল কাদের ছাহেব (রহঃ) ফরমাইতেছেন :—"অধিকাংশ লোকই হজরত রছুলে-খোদা (দঃ)এর নিকট একাকী মুছলমান হইয়াছিল অথচ তাহাদের আত্মীয় স্বজন কাফের

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا

বেমা- ফাদ্বালাল্লা-হো বা'দ্বাহুম্ আলা- বা'দ্বেঙ অবেমা- আন্‌ফাকু

এই (জন্য) যে উঁহাদের কাহাকে (অর্থাৎ পুরুষকে) আল্লাহ্ কাহার (অর্থাৎ নারীর) উপর (মনের বল ও শারীরিক শক্তির) বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন আর (দ্বিতীয়) এই (জন্য) যে (পুরুষেরা নারীদের মোহর, গহনা, অন্নবস্ত্র বাবত) ব্যয় করিয়াছে

مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ

মেন্ আম্‌ওয়া-লেহিম্, ফাছ্‌ছা-লেহা-তো ক্বা-নেতা-তোন্ হা-ফেজা-তোল্ লেল-গ্বায়্‌বে

তাহাদের অর্থ, (২১) অতএব যাহারা নেককার (স্ত্রীলোক, পুরুষের) বাধ্য অনুগত (তাহারা পুরুষের) অজ্ঞাতের (ঘর সংসারের সকল জিনিষের) তত্ত্বাবধান করে

بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

বেমা- হাফেজাল্লা-হো, অল্লা-তী তাখা-ফুনা নোশু্‌যাহোন্না ফাএজুহোন্না

আল্লার তত্ত্বাবধানের মধ্যে, আর যে সকল নারী কর্ত্তৃক তোমাদের ঘোর অবাধ্যতার ভয় থাকে তবে (প্রথমবার) তাহাদিগকে বুঝাইবে

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا

অহ্‌জোরু হোন্না ফেল-মাদ্বা-জেয়ে' অদ্বরেবু হোন্না , ফাইন্ আতা'নাকুম্ ফালা- তাব্‌গু

এবং তাহাদের সহিত সহবাস বন্ধ করিবে আর (ইহাতেও যদি সোজা না হয় তবে) তাহাদিগকে মারপিঠ করিবে ; (২২) ইহার পর যদি তোমাদের হুকুমানুযায়ী চলিতে থাকে তাহা হইলে তোমরা খুঁজিতে থাকিও না

عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝ وَاِنْ خِفْتُمْ

আলায়্‌হেন্না ছাবীলা-, ইন্নাল্লা-হা ক্বা-না আলীয়্যান কাবীরা-। অইন্ খেফ্‌তুম্

তাহাদের প্রতি (অযথা দুর্নামের) পথ, নিশ্চয় আল্লাহ্ (সকলেরই উপর) উচ্চ (এবং) বড় (জবরদস্ত)। আর যদি তোমাদের ভয় থাকে

شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا

শেক্বা-ক্বা বায়্‌নেহেমা- ফাব্‌আছু হাকামাম্ মেন্ আহ্‌লেহী অ-হাকামাম্

উঁহাদের উভয়ের মধ্যে (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীতে) অনৈক্যের তবে ধার্য্য করিবে একজনকে সালিশ পুরুষের আত্মীয় স্বজন হইতে আর একজনকে সালিশ

রহিয়া গিয়াছিল। হজরত রছুলে-আকরম (দঃ) সেই নব দীক্ষিত মুছলমানদিগের দুই দুই জনকে পরস্পর "ভাই ভাই সম্বন্ধ" পাতাইয়া দেন। তাঁহাদের সেই এছলামী ভাইগণই তখন একে অন্যের (সম্পত্তির) ওয়ারেছ হইতেন। অতঃপর তাঁহাদের আত্মীয়গণ যখন মুছলমান হইল, তখনই আয়ত নাজেল হয় যে, ত্যক্ত সম্পত্তির হকদার আত্মীয়গণ আর ধর্ম্মীয় ভ্রাতাগণের সহিত পার্থিব সদ্ব্যবহার।

(২১) 'মাল" অর্থে—মোহর, অলঙ্কার ও খোরপোস।

(২২) তদ্রূপ অবস্থায় মারপিঠ করিতে হাদীছ শরীফেও অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।

مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ

মেন্ আহ্‌লেহা-, এইয়্যোরীদা--এছলা-হাঁই ইয়্যোঅফ্‌ফেকেল্লা-হো বায়্‌নাহোমা-,
নারীর আত্মীয়স্বজন হইতে, যদি (উভয় সালিশের স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে) মিটমাট করাইয়া দেওয়ার (আন্তরিক) ইচ্ছা থাকে তবে (উহাদের বুঝাইয়া পড়াইয়া দেওয়ার ফলে) আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে মনোমিল করিয়া দিবেন,

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

ইন্নাল্লা-হা কানা আলীমান্ খাবীরা-। অ'বোদোল্লা-হা অলা- তোশ্‌রেকু
নিশ্চয় আল্লাহ্ (সকলের অন্তর্নিহিত বিষয়) জানেন (ও সমস্ত) খবর রাখেন। আর তোমরা আল্লার(ই) এবাদাৎ করিও আর শরিক করিও না

بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

বেহী শায়্‌আও্ অ-বেল্ ওয়া-লেদায়্‌নে-এহ্‌ছা-নাও অবেজেল-কোর্‌বা- অল্-য়্যাতা-মা-
তাঁহার সহিত কিছুরই এবং মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার (এহ্‌ছান) করিবে আর (সদ্ব্যবহার করিবে) প্রতিবেশীগণের ও এতীমদিগের

وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

অল্-মাছা-কী-নে অল্-জা-রেজেল্-কোর্‌বা- অল্-জা-রেল্-জোনোবে আছ্‌ছা-হেবে
এবং অভাবগ্রস্তদিগের ও নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীগণের ও অজানা প্রতিবেশীদিগের এবং কাছে উঠা-বসাকারী

بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

বেল্-জাম্বে অব্‌নেছ্-ছাবীলে—অমা- মালাকাৎ আয়্‌মা-নোকুম্, ইন্নাল্লা-হা
(লোক)দিগের ও মুছলমানগণের, আর যে (লউণ্ডী-গোলাম) তোমাদের আয়ত্তে আসিয়াছে (ইহাদের সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে), নিঃসন্দেহ আল্লাহ্

لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ

লা-ইয়্যোহেব্বো মান্ কা-না মোখ্‌তা-লান্ ফাখ্‌রা- ;—নেল্লাজীনা য়্যাব্‌খালুনা
(সেই লোককে) ভালবাসেন না যে ব্যক্তি অহঙ্কারী গর্ব্বী ;—সেই লোক যাহারা (নিজেরা) কৃপণতা (ত) করে(ই)

وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

অ-য়্যা'মোরূনান্না-ছা বেল্-বোখ্‌লে অ-য়্যাক্‌তোমুনা মা— আ-তা-হোমোল্লা-হো
অধিকন্তু লোকদিগকে(ও) কৃপণতা করিতে পরামর্শ দেয় আর (তাহারা) গোপন করে (সেই বস্তু) যাহা আল্লাহ্ তাহাদিগকে দিয়াছেন

مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ

মেন্ ফাদ্‌লেহী আ-আ'তাদ্‌না- লেল্-কা-ফেরীনা আজা- বাম্ মোহীনা-। অল্লাজীনা
নিজ দয়ায়, আর আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি কাফেরদিগের জন্য অপদস্থকর শাস্তি। আর যাহারা

يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

ইয়্যোন্‌ফেকুনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ রেআ—আন্‌না-ছে অলা- ইয়্যো'মেনুনা বেল্‌লা-হে

নিজেদের ধন ব্যয় করে(ত) লোকদিগকে দেখাইতে আর ঈমান(-এর বিষয় জিজ্ঞাসা কর(ত) না আল্লার

وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا

অলা- বেল্‌-য়্যাওমেল্‌-আ-খেরে, অ-মাই য়্যাকোনেশ্‌শায়্‌তা-নো লাহু ক্কারীতান্

আর না আখেরাত-দিবসের, আর শয়তান যাহার সহচর

فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ

ফাছা—আ ক্কারীনা-। অমা-জা- আলায়্‌হিম্ লাও্ আ-মানূ বেল্‌লা-হে

অপিচ সে (শয়তান) জঘন্যতর সহচর (২৩)। আর উহাদের কি ক্ষতি ছিল যদি (উহারা) ঈমান আনিত আল্লাহ্

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

অল্‌-য়্যাও্মেল্‌-আ-খেরে অ-আন্‌ফাক্বূ মেম্‌মা, রাযাক্বাহেমোল্‌লা-হো, অকা-নাল্‌লা-হো

ও আখেরাত-দিবসের প্রতি এবং যাহা কিছু আল্লাহ্ উহাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইলে (শুদ্ধ মনে আল্লার পথে) ব্যয় করিত, আর আল্লাহ্

بِهِمْ عَلِيْمًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ

বেহিম্ আলীমা-। ইন্‌নাল্‌লা-হা লা- য়্যাজ্‌লেমো মেছ্‌ক্বা-লা জার্‌রাতেন্, অইন্

উহাদের (অবস্থা) বিষয়ে জ্ঞাত আছেন। কখনই আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না, আর যদি

تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

তাকো হাছানাতাঁই ইয়্যোদ্বা-এফ্‌হা-অ- ইয়্যো'তে-মেল্‌লাদোন্‌হো আজ্‌রান্ আজীমা- ॥

থাকে (কাহারও অণু পরিমাণও) সৎকাজ তাহা (তিনি) দ্বিগুণ করিবেন এবং নিজের নিকট হইতে মহা পুরস্কার প্রদান করিবেন।

وقف النبي صلى الله عليه السلام

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى

ফাকায়্‌ফা এজা- জে'না- মেন্‌কুল্লে ওম্মাতেম্ বে-শাহীদেঁও অ-জে'না- বেকা আলা-

অপিচ (সে দিবস তাহাদের) কি অবস্থা (দশা) দাঁড়াইবে যখন (সমস্ত লোক জড় হইবে এবং) আমি প্রত্যেক ওম্মতের সাক্ষী (অর্থাৎ রছুল)কে তলব করিব (যে রছুল উহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে) আর (হে রছুল !) আমি তোমাকেও তলব যে (নিজ ওম্মতের)

(২৩) অর্থাৎ লোক কর্তৃক সুখ্যাতি কীর্ত্তন এবং পার্থিব নামের শোহরতই তদ্রূপ দান-খয়রাতের উদ্দেশ্য থাকে। আর বে-ঈমানী অর্থাৎ কোফরী কার্য্য শয়তানের প্ররোচনাক্রমেই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব মানবদিগের উচিত যে, শয়তানকে নিজের সহচর ও বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।

هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ

হা—উলা—এ শাহীদা-। য়্যাওমাএজেই য়্যাঅদ্দোলাজীনা কাফারু অ-আছাভোর্‌ রছুলা
এই লোকদিগের সম্বন্ধে তুমি সাক্ষ্য দাও। (২৪) যাহারা (হক দীন কবুল করিতে) এন্‌কার করিয়াছে এবং রছুল(এর হুকুম) এর না-ফর্ম্মানী করিয়াছে সে দিবস তাহারা আরমান করিবে—

لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۚ

লাও তোছাওওয়া- বেহেমোল্‌-আরদ্বো, অলা- য়্যাকতোমুনাল্লা-হা হাদীছা। ৫
আক্ষেপ! যদি (তাহাদিগকে মাটীতে পুতিয়া ফেলিয়া কেহ) তাহাদের উপর (উপর হইতে) মাটী পূর্ণ করিয়া দেয়! আর (সে দিবস উহারা) আল্লাহ্‌ হইতে কোন কথাই লুকাইতে পারিবে না।

৫
৬/৩
রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

ইয়্যা—আয়্‌ইয়োহাল্লাজীনা আ-মানু লা- তাক্‌রাবোছ্‌ছালা-তা অ-আন্তুম্‌ ছোকা-রা-
হে মুছলমানগণ তোমরা (মাদক জনিত) নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটে যাইও না

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ

হাৎতা- তা'লামূ মা- তাকূলুনা অলা- জ্বোনোবান ইল্লা- আ-বেরী ছাবীলেন্‌
সেই সময় পর্য্যন্ত যে (নেশা ছাড়িয়া যায় এবং) যাহা কিছু (তোমরা) বলিতে থাক তাহা বুঝিতে পার (২৫) আর (হাজতী) গোছলের আবশ্যক অবস্থায়ও (নামাজের নিকটে যাইও না)

حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ

হাৎতা- তাগ্‌তাছেলু, অইন্‌ কোন্তুম্‌ মার্‌দ্বা— আও আলা- ছাফারেন্‌ আও জ্বা—আ
গোছল না করা পর্য্যন্ত, অবশ্য যদি (ছফরে থাকা অবস্থায়) পথ চলিতে থাক (তবে পানির অভাবে তায়াম্মোম্‌ করিয়া নামাজ পড়িতে দোষ নাই) আর যদি তোমরা পীড়িত থাক কিম্বা ছফরে অবস্থিতি কর অথবা তোমাদের কেহ আইসে

اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا

আহাদোম্‌-মেন্‌কুম্‌ মেনাল্‌-গা—এতে আও লা-মাছ্‌তোমেন্‌নেছা—আ ফালাম্‌ তাজ্বেদূ
পায়খানা-স্থল হইতে কিম্বা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম করিয়া থাক অথচ না পাও

مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ

মা—আন্‌ ফাতায়্যাম্মামূ ছায়ীদান্‌ তায়্‌ইয়েবান্‌ ফাম্‌ছাহূ বে-ফোজুহেকুম অ-আয়্‌দীকুম্‌,
পানি তবে পাক মাটী লইয়া (তাহাতে) তায়াম্মোম অর্থাৎ তোমাদের মুখ ও তোমাদের হস্তদ্বয় মোছেহ্‌ করিবে,

(২৪) "ওম্মতের সম্বন্ধে রছুলের সাক্ষী" অর্থে—রছুল তাঁহার "নবুনৎ ও রেছালতে"র (নবী ও রছুল হওয়ার) প্রচার ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ওম্মত তাঁহার হুকুম কি পরিমাণ মান্য করিয়াছে আর কি পরিমান মান্য করে নাই ইহার সাক্ষ্য।

(২৫) ইহা সেই সময়ের নির্দ্দেশ যখন পর্য্যন্তও মুছলমানদিগের প্রতি শরাব হারাম হয় নাই।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ○ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا

ইন্নাল্লা-হা কা-না আফুওয়ান্ গাফূরা-। আলাম্তারা এলাল্লাজীনা উ-তু
নিশ্চয় আল্লাহ্ (বান্দার) অপরাধ ছাড়িয়া দেন (এবং) গোনা মাফ করেন। (হে রছুল!) তুমি কি সেই লোকদিগের (অবস্থার) প্রতি দৃষ্টিপাত কর নাই যাহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছিল

نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ

নাছীবাম্ মেনাল্-কেতা-বে য়্যাশ্তারূনাদ্দ্বালা-লাতা অ-ইয়্যোরী-দূনা
(আছমানী) কেতাব হইতে হিস্যা (তৎ সত্বেও) তাহারা গোমরাহী ক্রয় করিতেছে আর ইচ্ছা করিতেছে

أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۞ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ط وَكَفَى بِاللَّهِ

আন্তাদ্বেল্লোছ্ছাবীল। অল্লা-হো আ'লামো বে-আদা—একুম্, অকাফা- বেল্লা-হে
যে (হে মুছলমানগণ,) তোমরাও গোমরাহ্ হইয়া যাও। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে (বিশেষরূপ) জানেন, আর আল্লাহ-ই (তোমাদের) যথেষ্ট

وَلِيًّا وَّكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ○ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ

অলীয়্যাঙ্—আকাফা- বেল্লা-হে নাছীরা-। মেনাল্লাজীনা হা-দূ ইয়্যোহারে ফূনাল্-
বন্ধু—আর আল্লাহ-ই (তোমাদের) সাহায্য করিতে যথেষ্ট। (হে রছুল!) য়িহুদীগণের মধ্যে (কতক লোক এরূপও আছে যাহারা পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়

الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ

কালেমা আম্-মাওয়া-দ্বেএহী- অ-য়্যাকুলুনা ছামে'না- অ-আছায়্না- অছ্মা' খায়্রা
জিহ্বা সঙ্কোচিত করিয়া কথাকে তাহার স্থান (মূল মর্ম্ম) হইতে, আর উহারা বলে আমরা শুনিয়াছি অথচ মানি নাই এবং "এছ্মা খায়্রা

مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ط

মোছ্মাএঙ্ অ-রা-এনা- লায়্য়্যাম্ বে-আল্ছেনাতেহিম্ অ-তা'নান্ ফেদ্দীনে,
মোছ্মাএন্" ও রাএনা বলিয়া (হে রছুল তোমাকে) সম্বন্ধ এবং দীনের প্রতি বিদ্রূপ করে;

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ

অলাও্ আন্নাহুম্ কা-লু ছামে'না- অ-আতা'না- অছ্মা' অন্জোর্না- লাকা-না
আর যদি উহারা আমরা শুনিয়াছি ও মানিয়া লইয়াছি এবং শুন ও আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর বলিত (তবে তাহা) হইত

خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ

খায়্‌রাল-লাহুম্‌ অ-আক্ব্‌অমা, অলা-কেঁললাআনাহুমোল্লা-হো বে-কোফ্‌রেহিম

উহাদের পক্ষে উত্তমই আর কথাও সোজা (সোজা) হইত, কিন্তু উহাদের প্রতি ও উহাদের কোফরীর কারণে আল্লার অভিসম্পাৎ রহিয়াছে

فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

ফালা- ইয়ো'মেনূনা ইল্‌লা- ক্বালীলা-। ইয়্যা—আয়্‌ইয়োহাল্‌লাজীনা উতোল-কেতা-বা

অতএব উহাদের (অতি) অল্প সংখ্যক (লোকই) ঈমান আনিয়া থাকে। (২৬) হে আহ্‌লে কেতাব

اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ

আ-মেনূ বেমা- নায্‌যাল্‌না- মোছাদ্দেক্বাল্‌-লেমা- মাআকুম্‌ মেন্‌ ক্বাবলে আন্‌-নাৎমেছা

তোমরা ঈমান লইয়া আইস সেই বস্তুর (কোরআনের) প্রতি যাহা আমি নাজেল করিয়াছি (আর) তাহা (কোরআন) তাহার (সেই তওরাত কেতাবের) যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে—সত্যতারও সাক্ষ্য দেয় (কিন্তু) ইহার পূর্ব্বে (ঈমান লইয়া আইস) যে আমি বিকৃত করিয়া দিয়া

وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ

ভোজ্‌হান্‌ ফানারোদ্দাহা- আলা—আদ্‌বা-রেহা—আও্‌ নাল্‌আনাহুম্‌ কামা- লাআন্‌না—

(লোকদিগের) মুখগুলি (সে গুলিকে) তাহাদের উল্টা। (পিঠের) দিকে লাগাইয়া দিই (২৭) অথবা উহাদিগকে তদ্রূপ লানৎ দিই, যদ্রূপ লানৎ দিয়াছিলাম

---

(২৬) য়িহুদি জাতি বহু দুষ্টামীই করিয়া আসিয়াছে। হজরত রছুলে করিম (দঃ) কেও ইহারা কম কষ্ট দেয় নাই। হুজুর সমীপে উপস্থিত হইয়া ইহারা এ-ভাবের কথা চালাইত—যদ্দারা বাহ্যতঃ ইহাদিগকে কোন দোষে দোষী করা ও সম্ভবপর হইত না, কিন্তু তাহার মূলে ঘোর শয়তানী বিদ্যমান থাকিত। এস্থলে তিনটী বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে :—(১) سمعنا وعصينا 'ছামে'না-অ অ ছায়না-" ইহার অর্থ—"আমরা আপনার কথা শুনিয়াছি কিন্তু মানি নাই"; 'মানি নাই' কথাটা চুপে চুপে অর্থাৎ অতি মৃদুস্বরে এবং অভিসন্ধিমূলক কথাগুলি চীৎকার সহকারে বলিত। (২) اسمع غير مسمع "এছ্‌মা গায়্‌রা মোছ্‌মাএন্‌"; 'এছমা-এর অর্থ—"আমরা যাহা আরজ করিতেছি আপনি সে-টুকুও ত শুনুন", এ-পর্য্যন্ত ত কোনই দোষের কথা ছিল না, কিন্তু উহার সহিত 'গায়্‌রা মোছ্‌মাএন্‌' বলিত। এই 'গায়্‌রা মোছ্‌মাএন্‌, শব্দদ্বয় দ্বার্থ জ্ঞাপক, ইহা 'সু' ও 'কু' দ্বিপ্রকার প্রার্থনায় ব্যবহৃত হয়। ইহার সাদাসিধা অর্থ—"খোদা তোমাকে না শুনান"। বন্ধু ব্যক্তির উদ্দেশ্য এই প্রার্থনার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে, "কাহারও দ্বারা তোমার খারাপ কথা শুনার কারণ না ঘটে"। আর শত্রুতাভাবে এই প্রার্থনার মর্ম্ম এইরূপ দাঁড়ায় :—"খোদা করুন তুমি বধির হইয়া যাও।" (৩) راعنا রা-এনা-"; ইহার এবং انظر "ওন্‌জোর্‌না" শব্দের উল্লেখ: ছুরা-বাক্বরে দ্রষ্টব্য। আল্লাহ্‌ ফরমাইতেছেন, "এই ছের্‌কশ লোকেরা (য়িহুদীরা) যদি নিজেদের ছেরকশী ও দুষ্টামী হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিত এবং 'আছায়্‌না-' (আমরা মানি নাই) স্থলে 'আতা'না-' (আমরা শিরোধার্য্যরূপে মান্য করিয়াছি) আর ,এছ্‌মা' গায়্‌রা মোছ্‌মাএন"-এর স্থলে কেবলমাত্র 'এছমা' এবং 'রা-এনা-' স্থলে 'ওন্‌জোর্‌না-' বলিত, তবে তাহা উহাদের পক্ষে ভালই হইত।

(২৭) যদি মানুষের চেহারা (অর্থাৎ মুখমণ্ডল মাথা সমেত) ঘুরাইয়া পিঠের দিকে করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা মানুষের পক্ষে ভীতির সঞ্চার করে। শুধু ইহাই নহে, তদ্রূপ অবস্থাপ্রাপ্তি

أَصْحٰبَ السَّبْتِ ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ

আছ্‌হা-বাছ্‌ছাব্‌তে ; অকা-না আম্‌রোল্‌লা-হে মাফ্‌উলা-। ইন্‌নাল্‌লা-হা

"আছহাব-ছাব্‌ত্‌„ (হপ্তা-ওয়ালাদিগ-)কে ; আর আল্লার যাহা ইচ্ছা তাহা ত হইবেই। কখনই আল্লাহ্‌

لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

লা-য়্যাগ্‌ফেরো আই ইয়োশ্‌রাকা বেহী অ-য়্যাগ্‌ফেরো মা-দূনা জা-লেকা—

ইহা (এ-অপরাধ) ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত (কাহাকেও) শরিক স্থির করা হয় অবশ্য ইহার (শের্কের) ছাড়া (যে গোনাহ তাহা) মাফ করিবেন

لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا

লেমাই-য়্যাশা—ও, অ-মাই ইয়োশ্‌রেক্‌ বেল্‌লা-হে ফাক্বাদেফ্‌তারা— এছ্‌মান্‌

যাহাকে ইচ্ছা, আর যে ব্যক্তি (কাহাকেও) আল্লার শরিক স্থির করিল তবে সেই ব্যক্তি (যেন আল্লার প্রতি তুফান) বাঁধিল (যাহা অত্যন্ত) বড়

عَظِيْمًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ بَلِ اللّٰهُ

আজীমা-- আলাম্‌তারা এলাল্‌লাজীনা ইয়োযাক্কুনা আন্‌ফোছাহুম্‌, বালেল্‌লা-হো

গোনাহ্‌। (হে রছুল!) তুমি কি সেই লোকদিগের (অবস্থার) প্রতি দৃষ্টিচালনা কর নাই যাহারা নিজেরাই (নিজেকে) পাক সাজিয়া থাকে (নিজে নিজে পাক সাজিলে তাহাতে ফল কি), বরং আল্লাহ-ই

يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ

ইয়োযাক্কী মাই-য়্যাশা—ও অলা- ইয়োজ্‌লামুনা ফাতীলা-। ওন্‌জোর্‌ কায়্‌ফা

যাহাকে ইচ্ছা পাক করেন আর (আল্লার নিকটে) কাহারও প্রতি সূত্র (রেষা) পরিমানও জুলুম (অন্যায় হইবে না। (হে রছুল!) দেখ, ইহারা কিরূপ (কিরূপ)

يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ ع

য়্যাফ্‌তারূনা আলাল্‌লা-হেল্‌-কাজেবা, অকাফা- বেহী— এছ্‌মাম্‌-মোবীনা-। ع

মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে আল্লার প্রতি, আর সুস্পষ্ট গোনার জন্য ত ইহাই যথেষ্ট।

ع ৭ / ৪ রুকু

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ

আলাম্‌তারা এলাল্‌লাজীনা উ-তু নাছীবাম্‌ মেনাল্‌-কেতা-বে ইয়ো'মেনুনা বেল্‌-জাব্‌তে

(হে রছুল!) তুমি কি তাহাদের (অবস্থার) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর নাই যাহাদিগকে (আছমানী) কেতাব হইতে হিস্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা কলেমা ভর্ত্তি করিতে লাগিয়া গিয়াছে বোত (ঠাকুর)

লোকসম্মুখে ঘোর অপদস্থকরও। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, কোন দোষী ব্যক্তিকে লোক-সমাজে অপদস্থ করণ-উদ্দেশ্যে তাহার মুখে কালি লাগাইয়া গাধার উপর পশ্চাৎমুখীভাবে ছওয়ার করাইয়া শহরময় ঘুরান হইত,।

وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَـٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ

অৎতা-গুতে অ য়্যাকুলূনা লেল্লাজীনা কাফারু হা—উলা—এ আহদা- মেনাল্লাজীনা
ও শয়তানের আর কাফেরদিগের সম্বন্ধে বলিতেছে যে ইহারাই মুছলমানদিগের

آمَنُوا سَبِيلًا ۝ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن

আ-মানু ছাবীলা। উলা—একাল্লাজীনা লাআনাহোমোল্লা-হো, অমাই
তুলনায় অধিক ঠিক পথে। (হে রছুল!) ইহারাই যাহাদিগকে আল্লাহ লানৎ দিয়াছেন, আর যাহাকে

يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ

য়্যাল্আনেল্লা-হো ফালান্ তাজ্জেদা লাহু নাছীরা-। আম্ লাহুম্ নাছীবোম্
আল্লাহ্ লানৎ দেন সম্ভবই নহে যে তুমি কাহাকেও তাহার সাহায্যকারী প্রাপ্ত হও। (২৮) উহাদের
নিকট কি কিছু হিস্যা আছে

مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

মেনাল্-মোল্কে ফাএজাল্-লা- ইয়্যো'তুনাননা-ছা নাক্বীরা-। আম্ য়্যাহ্ছোদূনান্না-ছা
রাজ্যের আর তজ্জন্য লোকদিগকে (উহা হইতে) তিল পরিমাণও দিতে চাহে না। (২৯) অথবা
উহারা হিংসায় পুড়িয়া মরিতেছে লোকদিগের প্রতি

عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا

আলা- মা— আ-তা-হোমোল্লা-হো মেন্ ফাদ্‌লেহী, ফাক্বাদ্ আ-তায়্না—
এজন্য যে আল্লাহ্ নিজের অনুগ্রহে (তাহাদিগকে) নে'মত (কোরআন) প্রদান করিয়াছেন, অপিচ
নিশ্চয়ই (ইহা নূতন কিছু নহে ইত্যাগ্রেও) আমি দিয়াছিলাম

آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۝

আ-লা এব্রা-হীমাল্-কেতা-বা অল্-হেক্‌মাতা অ-আ-তায়্না-হুম্ মোল্কান্ আজীমা-।
এবরাহিমের বংশধরদিগকে কেতাব ও এলেম (হেক্‌মত) আর তাহাদিগকে সুবিশাল রাজ্য (ও)
প্রদান করিয়াছিলাম।

(২৮) মদীনাস্থিত কতিপয় য়িহুদী-ছরদার হজরত রছুলে-খোদার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরগণকে আক্রমণের প্ররোচনা দিতে মক্কায় গমন করে। তাহারা ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সত্য (হক) কাহার দিকে? ইহাদের ত রছুলে-খোদার সহিত শত্রুতা ছিলই, তদুপরি উহাদের মনঃস্তুষ্টির জন্য বলিয়া বসিল—মুছলমানগণের অপেক্ষা তোমরাই উত্তম।

(২৯) মূলতঃ 'নাক্বীর' আরবীতে সেই সূত্র পরিমাণ গহ্বরকে বলা হয় যাহা খর্জ্জুর-বিচীতে বিদ্যমান। আরবদেশে খর্জ্জুরের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত, তন্নিমিত্ত আমাদের দেশের রতি, তিল ও বিন্দু-র সহিত তুলনার ন্যায় আরবে নাক্বীরের সহিত তুলনা করা হয়। আমরা এস্থলে 'তিল' অর্থ এ-জন্য গ্রহণ করিয়াছি যে, এদেশীয় লোকের উহাতে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ

ফামেন্‌হুম্ মান্ আ-মানা বেহী- অমেন্‌হুম্ মান্ ছাদ্দা আনহো, অকাফা-বে-জাহান্নামা

তৎপর তাহাদের কেহ (কেহ) তাহার (কেতাবের) উপর ঈমান আনিল আর তাহাদের কেহ (কেহ) উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিল, আর (যে ব্যক্তির প্রতিনিবৃত্ত রহিল তাহার পক্ষে) প্রধুমিত দোজখ(-এর শাস্তি)ই

سَعِيْرًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ

ছায়ীরা-। ইন্নাল্‌লাজীনা কাফারূ বে-আ-য়্যা-তেনা- ছাও্‌ফা নোছলীহিম্ না-রা- ;

যথেষ্ট। (৩০) যাহারা আমার আয়তসমূহ হইতে এন্‌কার (কোফরী) করিল নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে (কেয়ামত-দিবসে) আগুনের মধ্যে দাখিল করিব,

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا

কোল্লামা- নাদ্বেজাৎ জোলূদোহুম্ বাদ্দাল্‌না-হুম্ জোলুদান গায়রাহা- লে-য়্যাজুকোল্-

যখন তাহাদের (গাত্র)-চর্ম্ম বিগলিত হইয়া যাইবে তখন আমি (তাহাদের সেই) গলিত চর্ম্মের স্থলে তাহাদের (অন্য নূতন) চর্ম্ম (খাল) বদলাইয়া দিব এই উদ্দেশ্যে যে (তাহারা) বিশেষভাবে আস্বাদ গ্রহণ করে

الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আজা-বা, ইন্নাল্‌লা-হা কা-না আযীযান্ হাকীমা-। অল্লাজীনা আ-মানূ

শাস্তির, নিশ্চয় আল্লাহ (অতি) প্রভাবশালী তদ্‌বীরকারী। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

অ-আমেলোছ-ছা-লেহা-তে ছানোদখেলোহুম্ জান্না-তেন্ নাজ্‌রী মেন্ তাহ্‌তেহাল্-

এবং সৎকাজ(ও) করিয়াছে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে (বেহেশ্‌তের এরূপ) বাগানগুলিকে (লইয়া) দাখিল করিব যাহার নিম্নে প্রবাহিত

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ

আন্‌হা-রো খা-লেদীনা ফী-হা— আবাদা- ; লাহুম্ ফী-হা— আয্‌ওয়াজোম্-

নদী সকল রহিয়াছে (আর সেই সৎকর্ম্মীগণ) উহাতে চিরবাসী হইবে চিরকাল, তাহার (সেই বাগানের) মধ্যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে পবিত্র

(৩০) এ-স্থলে মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ্ হজরত এবরাহীমের গোত্রকে দীন ও দুনিয়ার অনেক কিছু নে'মত প্রদান করা সত্বেও তৎকালের লোকদিগেরও কেহ কেহ ঈমান আনিয়াছিল এবং কেহ কেহ কোফরীতেই রহিয়া গিয়াছিল। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত এবরাহীমেরই গোত্র হইতে ইঁহাকেও আল্লাহ্ পয়গাম্বরী, কোরআন এবং রাজত্বরূপ নে'মত প্রদান করেন। ফলকথা, হজরত এবরাহীমের গোত্রের প্রতি চিরকালই হিংসা-পোষণ করা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু লোকের হিংসায় ইঁহাদের পূর্ব্বেও কিছু-ক্ষতি হয় নাই এখনও কিছু ক্ষতি হইবে না।

مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ

মোতাহ্‌হারাতোঙ্—অ-নোদ্‌খেলোহুম্ জেল্‌লান্ জালীলা-। ইন্‌নাল্‌লা-হা

ভার্য্যা সকল, আর আমি তাহাদিগকে মনোরম ছায়ায় লইয়া দাখিল করিব। (মুছলমানগণ!) নিশ্চয় আল্লাহ্

يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ

য়্যা'মোরোকুম্ আন্ তোআদ্দোল্ আমা-না-তে লা—আহ্‌লেহা, অএজা- হাকাম্‌তুম্

তোমাদিগকে হুকুম করিতেছেন যে তোমাদের নিকট আমানতকারীদিগের আমানতগুলি (চাহিবা মাত্র) তাহাদিগকে দিয়া দিবে, আর যখন তোমরা হুকুম করিবে

بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

বায়্‌নান্‌না-ছে আন্‌তাহ্‌কোমূ বেল্‌-আদ্‌লে, ইন্‌নাল্‌লা-হা নেএম্মা- য়্যাএজোকুম্

লোকদিগের মধ্যে তখন বিচারসঙ্গতভাবে হুকুম করিবে; নিশ্চয়ই (তোমাদের পক্ষে তাহা) উত্তম আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দান করিতেছেন

بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

বেহী, ইন্‌নাল্‌লা-হা কা-না ছামীআম্ বাছীরা-। ইয়া—আয়্যিয়োহাল্লাজীনা

যে সম্বন্ধে (ইহাতে) সন্দেহ নাই যে আল্লাহ্ (সকলেরই কথা) শুনেন (আর সমস্তই) দেখেন। যে সেই লোকেরা যাহারা

اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ

আ-মানূ— আতীওল্‌লা-হা অ-আতীওর্‌রাছূলা অ-উলেল্‌-আম্‌রে মেন্‌কুম্, ফাইন্

মুছলমান! তোমরা আল্লার হুকুম মান্য করিবে আর রছুলের হুকুম মান্য করিবে আর যে ব্যক্তি তোমাদের (মুছলমানদের) মধ্যে বাদশাহ (বা ছরদার তাহার হুকুম মান্য করিবে), অপিচ যদি

تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

তানা-যা'তুম্ ফী শায়্‌এন্ ফা-রোদ্‌দূহো এলাল্‌লা-হে অর্‌রাছূলে ইন্ কোন্তুম্

কোন বিষয়ে তোমরা (পরস্পর) মতভেদ কর তবে সেই বিষয়কে আল্লাহ আর রছুলের (অর্থাৎ কোরআন ও হাদীছের ফয়ছালার) দিকে ঘুরাইবে—তোমাদের

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ

তু'মেনূনা বেল্‌লা-হে অল্‌-য়্যাওমেল্ আ-খেরে, জা-লেকা খায়্‌রোঙ্ অ-আহ্‌ছানো

আল্লাহ্ এবং আখেরাত-দিবসের প্রতি ঈমান আনার ইহার শর্ত্ত, ইহা (এই পথ তোমাদের পক্ষে) শ্রেয়স্কর এবং ফলপ্রাপ্তির দিক দিয়াও (এই তরিকা)

تَأْوِيلًا ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا

তা'ভী-লা- ৫ আলাম্‌তারা এলাল্লাজীনা য়্যাজ্‌ওমূনা আন্নাহুম্‌ আ-মানূ বেমা—

উত্তম। (হে রছুল !) তুমি কি সেই (মোনাফেক) লোকদিগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা (মুখেত ইহা) বলিয়া থাকে যে তাহারা (কোরআনের প্রতি) ঈমান (বিশ্বাস) রাখে যাহা (যে কোরআন)

أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا

ওন্‌যেলা এলায়্‌কা অমা— অন্‌যেলা মেন্‌ ক্বাব্‌লেকা ইয়্যোরীদূনা আই-য়্যাতাহা-কামু—

তোমার উপর নাজেল করা গিয়াছে আর সেই (আছমানী কেতাব)গুলির প্রতি (ও ঈমান রাখে) যাহা (হে মোহাম্মদ !) তোমার অগ্রে নাজেল করা গিয়াছে উহারা এই ইচ্ছা করিতেছে যে নিজেদের মা'মেলা লইয়া যায়

إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ

এলাৎতা-গূতে অক্বাদ্‌ ওমেরূ— আই-য়্যাক্‌ফারূ বেহী, অ-ইয়্যোরীদোশ্‌-শায়্‌তা-নো

জনৈক দুষ্ট লোকের (আশ্‌রফের পুত্র কা'ব য়িহুদীর) নিকট অথচ উহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে উহার কথা (যেন) তাহারা না মানে, আর শয়তান ইচ্ছা করিতেছে

أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

আই-ইয়্যোদ্বেল্লাহুম্‌ দ্বলা-লাম্‌ বায়ীদা-। অএজা- ক্বী-লা লাহুম্‌ তাআ-লাও

যে উহাদিগকে গোমরাহ্‌ করিয়া (সরল পথ হইতে) বহুদূরে লইয়া যায়। আর যখন উহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা চলিয়া আইস

إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

এলা- মা— আন্‌যালাল্লা-হো অ-এলার্‌রছুলে রাআয়্‌তাল্‌-মোনা-ফেকীনা য়্যাছোদ্দূনা

(তাহার দিকে) আল্লাহ যাহা (যে হুকুম) নাজেল করিয়াছেন আর রছুলের দিকে তখন (হে রছুল, তুমি (ঐ) মোনাফেকদিগকে দেখিয়া থাক (তাহারা) দূরে থাকার মত

عَنكَ صُدُودًا ۝ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

আন্‌কা ছোদূদা-। ফাকায়্‌ফা এজা— আছা-বাৎহুম্‌ মোছীবাতোম্‌ বেমা- ক্বাদ্দামাৎ

তোমা হইতে দূরে থাকে। অতএব (উহাদের তখন) কি প্রকার (অবস্থা) ঘটিবে যখন উহাদের প্রতি কোন বিপদ আপতিত হয় উহাদেরই কৃতকার্য্যের

أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۖ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا

আয়্‌দীহিম্‌ হোম্মা জা—উকা য়্যাহ্‌লেফুনা; বেল্লা-হে ইন্‌ আরাদ্‌না— ইল্লা—

জন্য তৎপর কছম খাইতে খাইতে (হে মোহাম্মদ, উহারা) তোমার নিকটে (ছুটিয়া)আইসে যে— আল্লার কছম আমাদের উদ্দেশ্য ত

৫ / ৮ / ৫ রুকু

إِحْسَانًا وَّتَوْفِيقًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا

এহ্ছা-নাও্ অ-তাও্ফীকা-। উলা—একাল্লাজীনা য়্যা'লামোল্লা-হো মা-
সদ্ব্যবহার ও মিল-মেলাপেরই ছিল। (৩১) উহারা এরূপ (কলহকারী) যে (তাহা) আল্লাহ্(ই বিশেষরূপ) জানেন যাহা (যে কলহ)

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ

ফী- কোলুবেহিম্; ফাআ'রেদ্ব্ আন্হুম্ অএজ্হুম্ অ-কোল্ লাহুম্ ফী আন্ফোছেহিম্
উহাদের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; অতএব (হে রছুল) উহাদের হইতে মুখ ফিরিয়া লও (অর্থাৎ উহাদের পশ্চাতে লাগিয়া থাকিও না) আর (উপদেশ ভাবে) উহাদিগকে (উহাদের নেফাকের পরিণাম-ফল) বুঝাইয়া দাও আর উহাদিগের সহিত এ ভাবের কথা বল যে উহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায়

قَوْلًا بَلِيغًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ

ক্বাও্লাম্ বালীগা-। অমা- আর্ছাল্না- মের্‌রছুলেন্ ইল্লা- লেইয়োতা-আ
নেফাকের কুফল-চিন্তা বিশেষভাবে। আর যে (কোনও) রছুল আমি প্রেরণ করিয়াছি সেই রছুলের প্রেরণে আমার উদ্দেশ্য (সর্ব্বদাই) এই ছিল যে, আদেশ মানিয়া লওয়া হয় তাঁহার (সেই রছুলের)

بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ

বেএজ্নেল্লা-হে, অলাও্ আন্নাহুম্ এজ্ জালামূ আন্ফোছাহুম্ জ্বা-উকা
আল্লার (অর্থাৎ আমার) হুকুমে, আর (হে রছুল,) উহারা যখন (তোমার অবাধ্যতাচরণ পূর্ব্বক) নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করিয়াছিল (যদি তৎকালে উহারা) তোমার নিকট আসিত

(১১) জনৈক য়িহুদীর জনৈক মোনাফেক মুছলমানের সহিত ঝগড়া বাধে। য়িহুদী ন্যায়ের এবং মোনাফেক মুছলমান অন্যায়ের উপর ছিল। হজরত রছুলে-করীমের সু-বিচার ও আমানৎদারীর বিষয় শত্রুপক্ষও মান্য করিত। য়িহুদী সেই মোনাফেক মুছলমানকে বলিল, চল তোমাদেরই পয়গাম্বরের নিকটে, তিনি যাহা ফয়ছালা করিয়া দিবেন আমি তাহাই মানিয়া লইব। মোনাফেক মুছলমান কিন্তু য়িহুদীকে য়িহুদী-দলপতি আশ্‌রফের পুত্র কা'বের নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষ য়িহুদী—মোনাফেক মুছলমানকে টানিতে টানিতে রছুলে-খোদার হুজুরে লইয়া যায়। হুজুর সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া য়িহুদীকে ডিক্রী দেন। তখন মোনাফেক হজরত রছুলে-খোদার ফাছালায় অসন্তুষ্ট হইয়া য়িহুদীকে লইয়া হজরত ওমরের (রাঃ) নিকট এই মনে করিয়া গমন করে যে, হজরত ওমর তেজী লোক, "আমি মুছলমান" এই বোকায় পড়িয়া বিচিত্র নহে যে, আমার পক্ষপাতিত্বের সাহায্যও করিতে পারেন। ফল কথা, হজরত ওমরের নিকট উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই য়িহুদী হজরত ওমরের কর্ণগোচর করিল যে, আমরা রছুলে-খোদার নিকট হইতে আসিতেছি; তিনি আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ফয়ছালা করিয়া দিয়াছেন, আমার বিরুদ্ধপক্ষে (মোনাফেক) তাহাতে রাজী নহে। হজরত ওমর এ-কথা শুনিবামাত্রই তরবারি দ্বারা মোনাফেকের গর্দ্দান উড়াইয়া দেন। তখন সেই মোনাফেকের ওয়ারেছগণ হজরত ওমরের প্রতি নর-হত্যার প্রতিশোধ দাবী করে এবং কছম খাইয়া রছুলে-খোদা সমীপে বলিতে থাকে—আমরা ত হজরত ওমরের নিকট আপনার হুকুমের খণ্ডন জন্য নহে বরং এই উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম যে, তিনি উভয়ের মধ্যে ছোলেহ্ অর্থাৎ মিল-মেলাপ করাইয়া দিবেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে অত্র আয়ত নাজেল হয়।

৬

فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ

ফাছ্তাগ্ফারোল্লা-হা অছ্তাগ্ফারা লাহোমোর্রছুলো লাঅজ্বাদোল্লা-হা

অনন্তর আল্লার সমীপে ক্ষমাপ্রার্থী হইত আর রছুল উহাদের পক্ষে ক্ষমা চাহিত তাহা হইলে (উহারা) দেখিয়া লইত যে আল্লাহ্

تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ

তাওওয়া-বার্রাহীমা-। ফালা- অ-রাব্বেকা লা- ইয়ো্যা'মেনূনা হাৎতা- ইয়োহাক্কেমুকা

নিরতিশয় তওবা-কবুলকারী দয়ালু। অতএব (হে রছুল) তোমার প্রতিপালকের (অর্থাৎ আমার নিজের শপথ—উহাদের ঈমান ফলপ্রসূ নহে নহে যে পর্য্যন্ত উহারা তোমারই দ্বারা বিচার মীমাংসা না করাইবে

فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا

ফী-মা- শাজ্বারা বায়্নাহুম্ ছোম্মা লা- য়্যাজ্বেদূ ফী আন্ফোছেহিম্ হারাজ্বাম্-

নিজেদের আপোষ-বিবাদের আর (শুধু বিচার-মীমাংসাই নহে বরং) কোনপ্রকার অসন্তুষ্ট না হয়

مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ

মেম্মা- ক্বাদ্বায়্তা অ-ইয়োছাল্লেমু তাছ্লীমা-। অলাও আন্না- কাতাব্না-আলায়্হিম্

তুমি যাহা বিচার মীমাংসা করিয়া দিবে তৎপ্রতি আর মনোপ্রাণে (নিরাপত্তে) তাহা স্বীকার করিয়া লয় (ফল কথা এ-সমস্ত না করা পর্য্যন্ত উহারা প্রকৃত মোমেন নহে। আর যদি আমি উহাদিগকে নির্দ্দেশ দিতাম

اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ

আনেক্তোলু আন্ফোছাকুম্ আবেখ্রোজু মেন্ দেয়্যা-রেকুম্ মা- ফাআলুহো

যে তোমরা আত্মহত্যা কর অথবা নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া (পরদেশে) চলিয়া যাও তাহা হইলে (অধিকাংশ) লোকেই (উহা) আমার ঐ নির্দ্দেশ (পালন করিত না

اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ

ইল্লা- ক্বালীলোম্ মেন্হুম্ অলাও আন্নাহুম্ ফাআলু মা- ইউ্আজুনা বেহী লাকা-না

উহাদের কতিপয় লোক ছাড়া, আর যাহার সম্বন্ধে উহাদিগকে বুঝান হইতেছে যদি তাহা পালন করিতে তবে (তাহা) হইত

خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ

খায়্রাল্-লাহুম্ অ-আশাদ্দা তাছ্বীতাও—অএজাল্-লাআ-তায়্না-হুম্ মেল্লাদোন্না-

উহাদের পক্ষে কল্যাণকর এবং তৎফলে দীনের উপর ও দৃঢ়ভাবে অটল থাকিত—আর তখন অবশ্যই আমি উহাদিগকে প্রদান করিতাম নিজ পক্ষ হইতে

اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝ وَمَنْ

আজ্‌রান্ আজীমাঙ—অলাহাদায়্‌না-হুম্ ছেরা-তাম্ মোছতাকীমা-। অমাঁই-
মহা পুণ্য—আর উহাদিগকে আমি সঠিক পথে (ও) নিশ্চিত লাগাইয়া দিতাম। আর যে ব্যক্তি

يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ

ইয়োতেএল্‌লা-হা অর্‌রাছূলা ফাউলা—একা মাআল্লাজীনা আন্‌আমাল্‌লা-হো
আল্লাহ্ ও রছুলের আদেশ মান্য করে তদ্রূপ লোক (বেহেশ্‌তে) (সেই) পুণ্যাত্মা) লোকদিগের
সঙ্গী হইবে আল্লাহ্ তদীয় (মহা মহা) দানসমূহ প্রদান করিয়াছেন

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ

আলায়্‌হিম্ মেনান্‌নাবীয়ীনা অছ্‌ছেদ্দীকীনা অশ্‌শোহাদা—এ অছ্‌ছা-লেহীনা ; অ-হাছানা
যাহাদের প্রতি (তাঁহারা) নবী এবং ছিদ্দীক ও শহীদ এবং (অন্যান্য) পুণ্যাত্মাগণ; আর কি-ই

اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

উলা—একা রাফীকা-। জা-লেকাল্-ফাদ্‌লো মেনাল্লা-হে, অকাফা- বেল্লা-হে
ইহারা (উত্তম) সঙ্গী। (৩২) ইহা আল্লার পক্ষে করুনা আর আল্লাই যথেষ্ট

عَلِيْمًا ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا

আলীমা-। ع ইয়্যা—আয়্‌ইয়োল্লাজীনা আ-মানূ খোজূ হেজ্‌রা কুম্ ফান্‌ফেরূ
জ্ঞাতা (যে তাঁহার করুনা হইতে কাহার কি পরিমাণ হক রহিয়াছে)। মুছলমানগণ! তোমরা
নিজেদের সতর্কতা অবলম্বন করিও আর (যখন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবে তখন) অভিযান করিও

ع ৯ | ৬ রুকু

ثُبَاتٍ اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ

ছোবা-তেন্ আভেনফেরু জামী-আ-। অ-ইন্না মেন্‌কুম্ লামাল্ লাইয়োবাত্তেআন্না,
দস্তাহ্ (অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড দল) ভাবে কিম্বা অভিযান করিও সমবেত ভাবে। আর তোমাদের কেহ
না কেহ (জেহাদ-অভিযানে) নিশ্চয়ই পশ্চাতে সরিয়া থাকিবে,

(৩২) হাদীছে উক্ত আছে—একদা হজরত রছুলে-খোদা অহোদ-পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—হজরত আবুবকর, হজরত ওমর ও হজরত ওছমান (রাঃ আঃ হুম্)। ইঁহাদের অহোদে অবস্থিতিকালে ভুমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন হুজুর ফরমাইলেন, হে অহোদ!—স্থির থাক। কারণ, এ সময়ে তোমার উপর নবী (অর্থাৎ আমি) ও ছিদ্দীক (অর্থাৎ হজরত আবুবকর) ও শহীদ (অর্থাৎ হজরত ওমর ও হজরত ওসমান) রহিয়াছেন। ফলকথা অত্রোক্ত হাদীছে নবী, ছিদ্দীক ও শহীদ-বৈশিষ্টের পরিচয় পাওয়া যায়। হজরত আবুবকর শুরুতেই দলীল ও মো'জেযা'র অপেক্ষা না করিয়াই হজরত মোহাম্মদোর্‌ছুলুল্লার প্রতি ঈমান আনেন। আল্লাহ্ হজরত আবুবকরকে এরূপ পবিত্র আত্মা করিয়াছিলেন যে, রছুলে- খোদার রছুল হওয়া হুজুরের ব্যক্যাবলী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে বদ্ধমুল হইয়া গিয়াছিল। বাকী রহিলেন হজরত ওমর ও হজরত ওসমান, ইঁহাদের শাহাদৎপ্রাপ্তির ঘটনা ত সকলেরই জানা আছে।

فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ

ফাইম্ আছা-বাৎকুম্ মোছীবাতোন্ কা-লা কাদ্ আন্আমাল্লা-হো আলায়্য়া

অপিচ তোমাদের প্রতি (কোন) বিপদ আপতিত হইলে (তখন সেই ব্যক্তি) বলিতে থাকে যে আল্লাহ্ আমার প্রতি (পরম) উপকার করিয়াছেন

إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ

এজ্লাম্-আকোম্ মাআহুম্ শাহীদা-। অলাএন্আছাবাকুম্ ফাদ্লোম্ মেনাল্লা-হে

যে আমি উহাদের (মুছলমানদিগের) সঙ্গে মওজুদ ছিলাম না; আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহ হয় (অর্থাৎ যদি তোমরা বিজয়ী হও)

لَيَقُوْلَنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِىْ

লায়্যাকুলান্না কাআল্লাম্ তাকোম্ বায়্নাকুম্ অ-বায়্নাহু মাঅদ্দাতোই ইয়া-লায়্তানী

তবে (জীবন-শত্রুর মত) যেন তোমাদের ও উহার মধ্যে (কোনও প্রকারের) সখ্যতা (ভালবাসা) ছিলই না (সে) নিশ্চিয়ই বলিয়া উঠিবে—হায় আফছোছ

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○ فَلْيُقَاتِلْ

কোন্তো মাআহুম্ ফাআফুযা ফাও্যান্ আজীমা-। ফাল্-ইয়োকা-তেল্

আমি(ও যদি) উহাদের সঙ্গে থাকিতাম তাহা হইলে আমার (ও) বহু উপকার সাধিত হইত। (৩৩) অতএব তাহাদের উচিত যে (শত্রু সহিত) জেহাদ করে

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط

ফী ছাবীলেল্লা-হেল্লাজীনা য়্যাশ্রূনাল্-হ্যায়্যা-তাদ্দোন্য়্যা- বেল্-আ-খেরাহ্;

আল্লার পথে যাহারা পরকাল (মুক্তি)-এর বিনিময়ে পার্থিব জীবন (অর্থাৎ নিজেদের জ্ঞান পর্য্যন্ত) বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ;

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ

অম্াই ইয়োকা-তেল্ ফী ছাবীলেল্লা-হে ফা-ইয়োক্তাল্ আও্য়্যাগ্লেব্ ফাছাও্ফা

আর যে ব্যক্তি জেহাদ করিবে আল্লার পথে তৎপর নিহিত হউক অথবা বিজয়ী হউক (উভয় অবস্থায়ই কেয়ামত দিবসে) নিশ্চয়

(৩৩) মুছলমানগণ জেহাদে গেলেন, কিন্তু মোনাফেকগণ মুছলমানদিগের সঙ্গী হইল না। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্ মুছলমানদিগকে বিজয়ীও করিলেন, গণিমতের বিপুল মালও তাঁহাদের হস্তগত হইল। মুছলমানগণ নির্ব্বিঘ্নে আনন্দ-গদ্‌গদ্‌চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। এতদ্দৃষ্টে মোনাফেক দলের মৌখিক সন্তুষ্টি প্রকাশ বিদ্যমান থাকিলেও মুছলমানদিগের বিজয়ে তাহাদের হিংসাগ্নির নির্ব্বাপন এমনই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে তাহারা যখন বলিতে বাধ্য হইয়াছিল, হায় আক্ষেপ! আমরাও যদি তোমাদের সঙ্গী হইতাম, তাহা হইলে আমাদেরও অতি ফল লাভ হইত। মোনাফেকদিগের ইহা অপেক্ষাও হিংসার অধিকতর নমুনা আর কি হইতে পারে যে, মুছলমানদিগের বিজয়ে তাহারা আদৌ সন্তুষ্ট হয় নাই।

نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

নো'তীহে আজ্‌রান্ আজীমা-। অমা-লাকুম্ লা- তোকা-তেলূনা ফী ছাবীলেল্লা-হে

আমি তাহাকে মহা ফল প্রদান করিব। আর (মুছলমানগণ!) তোমাদের কি হইয়া গিয়াছে যে, (তোমরা) আল্লার পথে যুদ্ধ করনা

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

অল্-মোছ্‌তাদ্ব্‌আফীনা মেনার্‌রেজ্জা-লে অন্‌নেছা—এ অল্-ভেল্‌দা-নেল্-লাজ্জীনা য়্যাকূলূনা

আর সেই দুর্ব্বল পুরুষদিগের ও নারীদিগের ও বালকদিগের জন্য যাহারা (নাচারী বশতঃ আল্লার দরবারে) দোয়া প্রার্থনা করিতেছে—

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ

রাব্বানা— অখ্‌রেজ্‌না- মেন্ হা-জেহেল্-ক্বারয়্যাতেজ্-জা-লেমে আহ্‌লোহা,

হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে এই বস্তী (অর্থাৎ মক্কা) হইতে মুক্তি দিন যেথাকার (যে মক্কার)অধিবাসীরা আমাদের প্রতি জুলুম করিতেছে,

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

অজ্‌আল্‌লানা- মেল্‌লাদোন্‌কা অলীয়্যাও—অজ্‌আল্‌লানা- মেল্‌লাদোন্‌কা নাছীরা-।

আর (হে প্রভো!) আপনি স্বয়ং) নিজের পক্ষ হইতে কাহাকেও আমাদের সাহায্যদানকারী করুন—আর (আপনি স্বয়ং) নিজের পক্ষ হইতে কাহাকেও আমাদের সাহায্যদাতা করুন।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আল্‌লাজীনা আ-মানূ ইয়োক্বা-তেলূনা ফী ছাবীলেল্লা-হে, অল্লাজীনা কাফারূ

যাহারা মো'মেন তাহারা ত আল্লার পথে যুদ্ধ করিয়া থাকে, আর যাহারা (দীন এছলামের) মোন্‌কের

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ

ইয়োক্বা-তেলূনা ফী ছাবীলেৎতা-গূতে ফাক্বা-তেলূ— আওলেয়্যা—আশ্-শায়্‌তা-নে,

তাহারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করিয়া থাকে অতএব (হে মুছলমানগণ!) তোমরা শয়তানের বন্ধুদিগের সহিত যুদ্ধ কর (তোমরা তাদের সংখ্যাধিক্যের ভাবনা ভাবিও না কারণ)

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ

ইন্না কায়্‌দাশ্‌ শায়্‌তা-নে কা-না দ্বায়ীফা-। ৫ আলামতারা এলাল্‌লাজীনা

শয়তানের (সমুদয়) ফন্দি (ই) অকর্ম্মণ্য। (হে রছুল) তুমি কি সেই লোকদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর নাই যাহাদিগকে

৫ ১০ — ৭ রুকু

قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

কীলা লাহুম্ কোফ্ফু—আয়্দেয়্যাকুম্ অ আক্বীমোছ্ছালা-তা অ-আ-তোয্যাকা-ত,

আদেশ করা হইয়াছিল যে (তোমরা) নিজেদের হস্তগুলিকে থামাইয়া রাখিবে আর (এ-সময় এছলামের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে তোমরা) নামাজ পড়িবে এবং জাকাত দিবে,

---

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ

ফালাম্মা- কোতেবা আলায় হেমোল্-কেতা-লো এজা- ফারীকোম্ মেন্হুম্

তৎপর যখন উহাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হইল তখন উহাদের একদল ত

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا

য়্যাখ্শাও নান্না-ছা কাখাশ্য়্যাতেল্লা-হে আও আশাদ্দা খাশ্য়্যাহ, অ-ক্বা-লু-

এরূপ ভীতি-বিহ্বলতা প্রদর্শন করিল যে (তাহারা) মানুষকে ভয় করিতে লাগিল (তদ্রূপ) যদ্রূপ (কেহ) আল্লার ভয় করে বরং আল্লার ভয় হইতে (ও) বেশী, আর (ভীতি-বিহ্বলচিত্তে) আল্লার দুর্ণাম শুরু করিল যে

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَا

রাব্বানা- লেমা কাতাব্তা আলায়নাল্-কেতা-লা লাওলা—আখ্খার্তানা—

হে আমাদের প্রতিপালক কেন তুমি আমাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করিলে, কেন আমাদিগকে ঢিল দিলেনা

اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ

এলা—আজ্বালেন্ ক্বারীব, ক্বোল্ মাতা-ওদ্দোন্য়্যা- ক্বালীল, অল্-আখেরাতো

সামান্য সময়, (হে মোহাম্মদ ! তুমি উহাদিগকে) বল দুনিয়ার উপকার (অতি) সামান্যই, আর পরকাল-(মুক্তি)

خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۖ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا

খায়্রোল্-লেমানেত্তাকা-; অলা- তোজ্লামূনা ফাতীলা-। আয়্না মা- তাকূনূ

সেই লোকের জন্য (দুনিয়ার উপকার হইতে বহু) উত্তম যে ব্যক্তি (আল্লার) ভয় রাখে; আর তোমরা (আল্লার নিকট) সূত্র পরিমাণও অত্যাচার-পীড়িত হইবে না। (হে লোক সকল,) তোমরা কুত্রাপিই অবস্থিতি কর

يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ

ইয়্যোদরেক্-কোমোল্-মাওতো অ-লাও কোন্তুম্ ফী বোরূজেম্-মোশায়্য়্যাদাহ,

মৃত্যু ত তোমাদিগকে পাইয়া বসিবেই যদিওচ তোমরা অবস্থিতি কর পাকা গুম্বজ সমূহের মধ্যে,

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ

অ-ইন্ তোছেব্‌হুম্ হাছানাতোই য়্যাকুলূ হা-জেহী মেন্ এন্দেল্‌লা-হে, অ-ইন্

আর যদি উহাদের (কোন) উপকার পৌছে তখন বলিতে থাকে যে ইহা আল্লার তরফ হইতে, আর যদি

تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ

তোছেব্‌হুম্ ছায়্‌য়েআতোই য়্যাকুলূ হা-জেহী মেন্ এন্দেকা, কোল্ কুল্লোম্-

উহাদের (কোন) অপকার পৌছে তখন বলিতে থাকে (হে মোহাম্মদ) ইহা তোমার তরফ হইতে (অর্থাৎ এ-অপকার তোমারই কারণ ঘটিয়াছে, অতএব হে রছুল! তুমি উহাদিগকে) বল (উপকার হউক বা অপকার হউক) সমস্তই

مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ

মেন্ এন্দেল্‌লা-হে, ফামা-লে-হা—উলা—এল্-কাওমে লা- য়্যাকা-দূনা য়্যাফ্‌কাহূনা

আল্লার তরফ হইতে (আসিয়া থাকে), অপিচ এই লোকদিগের কীদশা যে কথা বুঝার (জ্ঞানের) নিকটবর্ত্তী হইয়াও কথা

حَدِيْثًا ۝ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ

হাদীছ-। মা—আছা-বাকা মেন্ হাছানাতেন্ ফামেনাল্‌লা-হে, অমা—আছা-বাকা

বুঝে না। (হে বান্দা, প্রকৃত অবস্থা এই যে, যদি) তোমার কোন উপকার পৌছে তবে (মনে করিও যে তাহা) আল্লার তরফ হইতে, আর (যদি) তোমার

مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ

মেন্ ছায়্‌য়েআতেন্ ফামেন্-নাফ্‌ছেক্ , অ-আর্‌ছাল্‌না-কা লেন্‌না-ছে রাছুলান্,

কোন অপকার পৌছে তবে (বুঝিও যে তাহা) তোমার নফ্‌ছের (আত্মার) তরফ হইতে (পৌছিয়াছে), আর (হে মোহাম্মদ!) আমি তোমাকে লোকদিগের নিকট ঐশী বার্ত্তাবাহক (রূপে) প্রেরণ করিয়াছি,

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

অ-কাফা- বেল্‌লা-হে শাহীদা-। মাঁই ইয়োতেএর্‌রাছুলা ফাকাদ্ আতা-আল্‌লা-হা,

আর (তোমার পয়গাম্বর হওয়ার পক্ষে) আল্লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (৩.) যে ব্যক্তি রছুলের হুকুম মানিয়াছে সে নিশ্চয়ই আল্লার হুকুম মানিয়াছে

(৩৪) ইহার পূর্ব্বোক্ত আয়তে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, (উপকার অপকার) "সমস্তই আল্লার পক্ষ হইতে"; আর অত্র স্থলে ফরমাইতেছেন, উপকার আল্লার পক্ষ হইতে, আর অপকার বান্দার পক্ষ হইতে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে এতদুভয় উক্তির মধ্যে ঘোর অসামঞ্জস্য বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। অথচ 'আল্লার বাণীতে অসামঞ্জস্য' একেবারেই অসম্ভব। এই মুহূর্ত্তেই যে উক্তি, পর মুহূর্ত্তেই অদ্বিপরীত উক্তি। পাঠক, বিচলিত হইবেন না। সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফরমাইছেন,—"আর যদি (কোরআন) আল্লার ছাড়া (অন্য কাহা)র নিকট হইতে (নাজেল) হইত তাহা হইলে নিশ্চয় উহাতে,

وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۞ وَيَقُوْلُوْنَ

অ-মান্ তাঅল্লা- ফীমা—আর্ছাল্না-কা আলায়্হিম্ হাফীজা-। অ-য়্যাকুলূনা

আর যে ব্যক্তি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে (হে রছুল! তোমার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই কারণ) আমি তোমাকে তাহাদের প্রতি চৌকীদার (রূপে) প্রেরণ করি নাই। উহারা (মুখেত) বলিয়া থাকে যে

طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ

তা-আতোন, ফাএজা- বারাযু মেন্ এন্দেকা বায়্য়াতা তা—এফাতোম্ মেন্হুম্

(যাহা তুমি বলিতেছ) আমরা মানিয়া লইতেছি, কিন্তু তোমার নিকট হইতে (উঠিয়া) যখন বাহিরে যায় তখন উহাদের কতক লোক (বসিয়া বসিয়া) তোমার উক্তির

غَيْرَالَّذِىْ تَقُوْلُ ط وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ج فَاَعْرِضْ

গ্বায়্রাল্লাজী তাকুলো, অল্লা-হো য়্যাক্তোবো মা- ইয়োবায়্য়োতুনা, ফাআ'রেদ্ব্

বিপরীত (নানা) যুক্তি করিয়া থাকে আর যে যে যুক্তি (বসিয়া বসিয়া) করিয়া থাকে আল্লা(র ফেরেশ্তা সমুদয়) লিখিতে থাকে, অতএব (হে মোহাম্মদ, তুমি) কিছুই চিন্তা করিওনা

বহু মতভেদ প্রাপ্ত হইত" অতএব যাহারা মানুষকে তাহার কার্য্যের 'কারক, বলিয়া স্বীকার না করে এবং বলিয়া থাকে—"মানুষ সদাসদ যাহাই করুক তাই খোদারই নির্দ্দেশক্রমে করিয়া থাকে" ইহারা এই দুই পরস্পর বিরোধী উক্তিতে তদ্রূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকে যদ্রূপ যুক্তি শিরাজস্থ হাফজের নিম্নোক্ত উক্তিতে পাওয়া যায়ঃ—

گناه اگرچه نبود اختيار ما حافظ ـ
تو در طريق ادب كوش وگو گناه من است

অর্থাৎ—"ভাল ও মন্দ সমস্তই ত খোদার পক্ষ হইতে, কিন্তু আদবের
তাকীদ এই যে বান্দা ক্ষতি ও গোনার
সম্বন্ধ নিজের দিকে করে"

কিন্তু এবম্বিধ অভিমতের সমর্থন আমরা কখনই এজন্য করিতে পারিনা যে আমরা ত মানুষকে তাহার কার্য্যের কারক এবং তাহার কৃত সদাসদ কার্য্যের জেম্মাদার দায়ীত্বাধীন বলিয়া মনে করি, আর এই নিয়মকে দুনিয়া ও দীন উভয়েরই কার্য্য-নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি বলিয়া বুঝ। এই উভয় পরস্পর বিরোধী উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, আল্লাহ দুনিয়ার কার্য্যে নিয়ন্ত্রণের একটি নিয়ম এই বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক কার্য্য ও প্রত্যেক ঘটনার মূলে একটি কারণ বিদ্যমান থাকে, আর প্রত্যেক কারণের একটী শেষফল অনিবার্য্য। তজ্জন্যই এই দুনিয়া, عالم اسباب 'আলমে আছবাব (কারণময় জগৎ) নামে অভিহিত।

বিষটি একটা উদাহরণ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে করুন, দুনিয়ার কোন বাদ্শাহ আইন প্রণয়ন করিলে যে চোরের শাস্তি এত বৎসরের জেল। তাহার পর কেহ চুরি করার ফলে কারারুদ্ধ হইল। এ-ক্ষেত্রে যদিও বলা হয় যে, হাকীম তাহাকে শাস্তি দিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাকীম তাহাকে শাস্তি দেয় নাই—সেই চোর নিজেই কারারুদ্ধ করিয়াছে। সে যদি চুরি না করিত, তাহা হইলে কখনও তাহাকে কারাবরন করিতে হইত না। চোরকে বিচারক কর্ত্তৃক জেল জেলে প্রেরণ, আর চোরের নিজেকে নিজে কারাবরন নিজ নিজ স্থলে উভয়ই ঠিক।

عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ اَفَلَا

আন্‌হুম্ অতাঅক্কাল্ আলাল্‌লা-হে, অকাফা,- বেল্‌লা-হে অকীলা-। আফালা

উহাদের (যুক্তির জন্য) আর আল্লার প্রতি নির্ভরশীল থাকিও, আর আল্লাহ্ যথেষ্ট কার্য্যসংগঠক। ইহারা কি

يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا

য্যাতাদাব্বারূনাল্-কোর্‌আ-না, অলাও্ কা-না মেন্ এন্দে গায়রেল্‌লা-হে লাঅজাদূ

কোরআনের (মর্ম্ম) বিষয়ে খেয়াল করেনা, আর যদি (কোরআন) আল্লার ছাড়া (অন্য কাহা)র নিকট হইতে হইত তবে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইত

فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝ وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ

ফী-হেখ্‌তেলা-ফান্ কাছীরা-। অএজা- জ্বা—আহুম্ আম্‌রোম্ মেনাল্-আম্‌নে

উহাতে বহু মতভেদ। আর যখন উহাদের নিকট কোন শান্তির সংবাদ আইসে

اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ

আভেল্-খাও্‌ফে আজা-উ বেহী, অ লাও্ রাদ্দুহো এলার্‌রছুলে অ-এলা—উলেল্-আম্‌রে

অথবা ভয়ের (তখন) তাহা (সকলেরই কাছে) শোহ্‌রত করিয়া থাকে, আর যদি (তদন্ত সাপেক্ষে) তাহা (সেই সংবাদ) ঘুরাইয়া দিত রছুলের দিকে ও উহাদের মধ্যস্থ মুছলমান বাদ্‌শাহ্ (বা ছরদার)-এর দিকে

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا

মেন্‌হুম্ লাআলেমাহোল্‌লাজীনা য্যাছ্‌তাম্বেতুনাহু মেন্‌হুম্, অলাও্‌লা-

তবে (পয়গাম্বর ও হাকেম অর্থাৎ মুছলমান বাদ্‌শাহ বা ছরদার)-এর মধ্য হইতে যাহারা তাহা (সেই সংবাদে)র মূলদেশে খুঁড়িয়া বাহির করে উহা(র প্রকৃত তথ্য) জানিতে পারিত, আর (হে মুছলমানগণ !) যদি না হইত

فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ

ফাদ্ব্‌লোল্‌লা-হে আলায়্‌কুম্ অ-রাহ্‌মাতোহু লা-ৎতাবা'তোমোশ্-শায়্‌তা-না

তোমাদের প্রতি আল্লার দয়া ও তাঁহার করুণা তবে তোমরা (প্রায় সকলেই) শয়তানের পশ্চাদানুসারী হইয়া যাইতে

اِلَّا قَلِيْلًا ۝ فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ

ইল্‌লা-ক্বালীলা-। ফাক্বা-তেল্ ফী ছাবীলেল্‌লা-হে, লা- তোকাল্‌লাফো

অল্প সংখ্যক ছাড়া। (৩৫) এতএব (হে রছুল !) তুমি আল্লার পথে (শত্রুদিগের সহিত) যুদ্ধ কর, তোমার প্রতি কাহারও জেম্মাদারী নাই

(৩৫) হজরত শাহ্ আবদুল কাদের (আলায়হের্‌রহ্‌মত) ফরমাইতেছেন, কোথাও হইতে কোন সংবাদ পৌছিলে প্রথমতঃ তাহা ছরদার ও তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের গোচর করিবে। ছরদার ও

إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّكُفَّ

ইল্লা নাফ্‌ছাকা অ-হার্‌রেদ্বেল্‌-মোমেনীনা, আছাল্লা-হো আই-য়্যাকোফ্‌ফা

তোমার খাস্‌জাত ব্যতিরেকে আর (হে রছুল,) মুছলমানদিগকে(ও জেহাদের জন্য) উৎসাহিত কর, আশ্চার্য্য (কিছুই) নহে যে আল্লাহ্‌ বোধ করেন

بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَّأَشَدُّ تَنْكِيْلًا ○

বা'ছাল্লাজীনা কাফারু, অল্লা-হো আশাদ্দো বা'ছাও্ অ-আশাদ্দো তান্‌কীলা-।

কাফেরদিগের শক্তি, আর আল্লার শক্তি (সর্ব্বাপেক্ষা) গুরু এবং তাঁহার শাস্তি (সর্ব্বাপেক্ষা) কঠিন।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ

মাঁই-য়্যাশ্‌ফা' শাফা-আতান্ হাছানাতাঁই-য়্যাকোঁল্‌লাহু নাছীবোম্‌-মেন্‌হা,

যে ব্যক্তি সৎ (কার্য্যের) ছোপারেশ করিবে (কেয়ামত-দিবসে) তাহা (সেই সৎকার্য্যের পুরস্কার) হইতে তাহাকেও হিস্যা মিলিবে,

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ

অমাঁই-য়্যাশ্‌ফা' শাফা-আতান্ ছায়্যেআতাঁই য়্যাকোঁল্‌লাহু কেফ্‌লোম্ মেন্‌হা-,

আর যে ব্যক্তি অসৎ (কার্য্যের) ছোপারেশ করিবে তাহাতে (তাহার শাস্তিতে) সে-ও শরীক হইবে,

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ

অকা-নাল্লা-হো আলা- কুল্লে শায়্‌এম্‌-মোকীত-। অ-এজা- হোয়্যীতুম্

আর আল্লাহ্‌ সর্ব্ববস্তুর প্রতি আয়ত্তাধিকারী। (৩৬) আর (মুছলমানগণ !) তোমাদিগকে যখন দোয়া করা হইবে

তাঁহার প্রতিনিধিগণ উক্ত সংবাদের সত্যাসত্যের তদন্ত করিয়া উহা সঠিক বলিয়া ঘোষণা করিলে তখনই তদ্রূপ সংবাদের প্রতি আমল করিবে।

হজরত রছুলে-খোদা (দঃ) একদা এক ব্যক্তিকে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। সেই ব্যক্তির আগমন সংবাদে উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সমবেত হইতে থাকিলে সেই ব্যক্তি "আমাকে মারিবার আয়োজন করিতেছে" এইরূপ অনুমান করিয়া ভয়ে তথা হইতে পলাইয়া মদীনায় পৌঁছিয়া শোহ্‌রত করে যে, অমুক সম্প্রদায় মোর্‌তেদ্ (বেদীন) হইয়া গিয়াছে। হজরত রছুলে-খোদা পর্য্যন্ত অবগত হন যে, উক্ত সংবাদ শহরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; অথচ অদন্তের ফলে জানা যায় যে, উক্ত সংবাদ সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। ফলকথা, তৎকালে ছরদারের তদন্ত-অপেক্ষা না করিয়াই বিনা তদন্ত তাহ্‌কীকে যে সে সংবাদ শোহ্‌রত করা হইত। তজ্জন্য আল্লাহ্‌ ফরমাইতেছেন—"যদি তাঁহার করুণা তোমাদের প্রতি না থাকিত তাহা হইলে তোমরা অল্প সংখ্যক ব্যতীত শয়তানের পশ্চাৎ-অনুসরণ করিতে।

(৩৬) অর্থাৎ সকলেই নিয়ত (মনন)-এর অবস্থা তিনি জ্ঞাত আছেন। তিনি যাহাকে যদ্রূপ শাস্তি বা পুরস্কারের উপযোগী বলিয়া মনে করিবেন, তদ্রূপ শাস্তি ও পুরস্কারের হুকুম কার্য্যকরী করার পক্ষেও তিনি ক্ষমতাবান। আর সৎকার্য্য সম্পর্কে ছোপারেশের অর্থ যথাঃ—অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বলিয়া বুঝাইয়া কোন দীন দুঃখী ব্যক্তিকে কিছু সাহায্য করাইয়া দেওয়া। পক্ষান্তরে অসৎকার্য্য সম্পর্কে ছোপারেশের অর্থ যথাঃ—হাকীমকে ছোপারেশ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া দেওয়া।

بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ

বেতাহীয়্যাতেন্ ফাহায়্ইউ বে-আহ্ছানা মেন্হা—আও রোদ্দুহা-, ইন্নাল্লা-হা

কোনও দোয়া তখন তোমরা (উহার উত্তর) তাহা অপেক্ষা উত্তম দোয়া করিও অথবা (কম পক্ষে) তদ্রূপ দোয়া প্রদান করিও নিশ্চয় আল্লাহ্

كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

কা-না আলা-কুল্লে শায়্এন্ হাছীবা-। আল্লা-হো লা—এলা-হা ইল্লা-হুওয়া,

সকল জিনিষের হিসাব গ্রহণকারী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি যদ্রূপ করিবে তাহাকে তদ্রূপ বিনিময় দিবেন)। আল্লাহ্ সেই জাতপাক যে তাঁহার ছাড়া কেহই এবাদতের যোগ্য নাই,

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ

লায়্যাজ্মাআন্নাকুম্ এলা- য়্যাও্মেল্-কেয়া-মাতে লা- রায়্বা ফী-হে, অমান্

ইহাতে (অনুমাত্রও) সন্দেহ নাই যে কেয়ামত-দিবসে তিনি তোমাদের (সকল)কে (একস্থানে) জড় করিবেন, আর কাহার

أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ

আছ্দাক্কো মেনাল্লা-হে- হাদীছা-। ع ফামা- লাকুম্ ফেল্-মোনা-ফেকীনা

কথা অধিক সত্য (হইতে পারে) আল্লার অপেক্ষা। অতএব (হে মুছলমানগণ!) তোমাদের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে মোনাফেকদিগের সম্বন্ধে

فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا

ফেআতায়্নে অল্লা-হো আর্কাছাহুম্ বেমা- কাছাবু, আতোরীদূনা আন্ তাহ্তাদূ

(তোমরা) দুই দল হইতেছ আর আল্লাহ্ উহাদের কার্য্যাবলীর শাস্তিরূপে উহাদিগকে (উহাদের সন্তুষ্টি জ্ঞানকে) উল্টা করিয়া দিয়াছেন (তৎফলে উহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে.) (মুছলমানগণ!) তোমরা কি ইচ্ছা করিতেছ যে (তোমরা তাহাকে) সুপথে আনয়ন করিবে ·

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

মান্ আদ্বাল্লাল্লা-হো, অমাঁইঁ-ইয়োদ্বলেলেল্লা-হো ফালান্ তাজ্জেদা লাহু ছাবীলা-।

যাহাকে আল্লাহ্ গোমরাহ্ (কু-পথচারী) করিয়াছেন, আর আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহ্ করেন সম্ভবপরই নহে যে তোমাদের কেহ তাহার জন্য পথ আবিস্কার করে।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا

অদ্দুলাও তাক্ফোরূনা কামা— কাফারূ ফাতাকূনূনা ছাওয়া—আন্ ফালা-তাত্তাখেজু

উহা (মোনাফেক) দিগের ইচ্ছা এই যে যদ্রূপ নিজেরা কাফের হইয়া গিয়াছে তদ্রূপ তোমরাও কুফরী করিতে থাক (আর উহারা) এবং তোমরা (সকলেই) একই রকমের হইয়া যাও অতএব (হে মুছলমানগণ!) তোমরা গ্রহণ করিও না

النصف

ع ১১ | ৮ রুকু

مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ

(মন্‌হুম্ আও্‌লেয়্যা—আ হা'ৎতা- ইয়োহা-জেরূ ফী ছাবীলেল্‌লা-হে, ফাইন্

উহাদের মধ্য হইতে (কাহাকেও নিজের) বন্ধু যে পর্য্যন্ত (উহারা) হিজরত করিয়া না আসিবে আল্লার পথে (অর্থাৎ আল্লার উদ্দেশ্যে,) অনন্তর যদি

تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوْا

তাওল্‌লাও ফাখোজু হুম্ অক্ব্‌তোলূহুম্ হায়্‌ছো অজ্জাত্তোমুহুম্, অলা- তাত্তাখেজু

(হিজ্‌রত সম্বন্ধে) মুখ ফিরাইয়া লয় তবে (হে মুছলমান, তোমরা) উহাদিগকে পাকড়াও করিবে এবং যেখানে পাইবে উহাদিগকে বধ করিবে, আর তোমরা গ্রহণ করিও না

مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۙ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلٰى قَوْمٍ

মেন্‌হুম্ অলীয়্যাঁও অলা- নাছীরা-। ইল্‌লাল্‌লাজীনা য়্যাছেলুনা এলা- ক্কাও্‌মেম্

উহাদের মধ্য হইতে (কাহাকেও নিজেদের) বন্ধু ও সাহায্যকারী;—কিন্তু যাহারা (যে সকল মোনাফেক) এরূপ লোকের (কওমের) সহিত গিয়া মিলিত হইয়াছে

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ أَوْ جَاءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ

বায়্‌নাকুম্ অ-বায়্‌নাহুম্- মীছা-কোন্ আও জা—উ কুম্ হাছেরাৎ ছোদূরো হুম্

যে তোমাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে অথবা তাহারা তোমাদিগের নিকট আইসে ভগ্নমনা অবস্থায়

أَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ

আঁই ইয়োকা-তেলূ কুম্ আও্ ইয়োকা-তেলূ কাও্‌মাহুম্, অলাও শা-আল্‌লা-হো

তোমাদের সহিত যুদ্ধ করা হইতে কিম্বা নিজ সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করা হইতে (তবে এই শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিল-মেলাপ রাখিতে দোষ নাই), আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন

لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ

লাছাল্লাতাহুম্ আলায়্‌কুম্ ফালাকা-তালূকুম, ফাএনে'তাযালু কুম্ ফালাম্

(তবে) উহাদিগকে তোমাদের উপর বিজয়ী করিতেন তদবস্থায় (উহারা) তোমাদের সহিত যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিত, অপিচ (এ-ভাবের লোকেরা) যদি তোমাদের হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং

يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ

ইয়োকা-তেলুকুম্ অ-আল্‌কাও্ এলায়্‌কোমোছ্‌ছালামা, ফামা— জ্বাআলাল্‌লা-হো

তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে ও তোমাদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে (তদবস্থায়) আল্লাহ্ রাখেন নাই

لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَتَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ

লাকুম্ আলায়্হিম্ ছাবীলা-। ছাতাজেদূনা আ-খারীনা ইয়োরীদূনা আঁই-য়্যা'মানূকুম্

তোমাদের জন্য উহাদের প্রতি (জোর জবরদস্তির) কোনও পথ। (মুছলমানগণ!) নিশ্চয় তোমরা আর কতক লোককে এরূপও প্রাপ্ত হইবে যাহারা তোমাদের হইতে(ও) শান্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করে.

وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ

অ-য়্যা'মানূ ক্বাওমাহুম্ কোল্লামা - রোদ্দু—এলাল্-ফেৎনাতে ওর্‌কেছু ফী-হা-,

আর (তাহাদের) স্বসম্প্রদায় হইতে(ও) শান্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করে, (কিন্তু অবস্থা এই যে,) যখনই উহাদিগকে কোন হাঙ্গামার দিকে ঘুরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তখনই (উহারা) তাহাতে ঘুরিয়া লিপ্ত হইতে প্রস্তুত,

---

فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا

ফাইল্‌লাম্ য়্যা'তাযেলূ কুম্ অ-ইয়োল্‌কূ— এলায়্‌কোমোছ্‌ছালামা অ-য়্যাকোফ্‌ফু—

অতএব (এই শ্রেণীর লোক) যদি তোমাদের হইতে পৃথক না থাকে এবং তোমাদের দিকে সন্ধির প্রস্তাব না করে আর (যুদ্ধ হইতে) বন্ধ না করে

اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكُمْ

আয়্‌দেয়্যাহুম্ ফাখোজুহুম্ অক্‌তোলু হুম্ হায়্‌ছো ছাকেফ্‌তোমূ হুম্, অউলা—একুম্

নিজেদের হস্ত তবে উহাদিগকে ধৃত কর আর উহাদিগকে বধ কর যেখানে পাও, আর এই লোকেরাই

ع ১২ — ৯ রুকু

جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝ وَمَا كَانَ

জ্বাআল্‌না- লাকুম্ আলায়্‌হিম্ ছোল্‌তা-নাম্-মোবী-না-। ع অমা- কা-না

যাহাদের বিরুদ্ধে আমি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট দলীল (হুজ্জৎ) সৃষ্টি করিয়াছি। (৩৭)

আর সিদ্ধ নহে

---

(৩১) فمالكم فى المنافقين فئتين "ফামা-লাকুম্ ফেল্-মোনা-ফেক্বীনা ফেআতায়্‌নে" হইতে আরম্ভ করিয়া এখান পর্য্যন্তকার আয়তগুলি সেই মোনাফেক মুছলমানদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে যাহারা 'মদিনা পহরের আব-হাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকুল' এই কারণ দর্শাইয়া রছুলে-খোদার অনুমতিক্রমে পল্লী অঞ্চলে গমনপূর্ব্বক মোশ্‌রেকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে মুছলমান-গণের মধ্যে উহাদের সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাব করে, আর কেহ কেহ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে। আল্লাহ্ উহাদের সহিত যুদ্ধ করা বা না করা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন। কারণ আশ্রয়গ্রাহী মোনাফেকগণ তিন দলে বিভক্ত ছিল। উহাদের এক দল সেই মোশরেকদিগের আশ্রয়ী হয় যাহাদের সহিত মুছলমানদিগেয় চুক্তি ছিল, তদ্ধেতু তাহাদের আশ্রয়ী মোনাফেক দল কর্ত্তৃক মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কোনও প্রকার আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ না পাওয়ায় মুছলমানগণ তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই করে নাই। মোনাফেকদিগের দ্বিতীয় দল মোশরেক-দিগের আশ্রয়ী হইয়া চুপচাপ থাকে নাই; কারণ কলহ ও অরাজক অশান্তি সৃষ্টিই উহাদের পেশা ছিল, যুদ্ধ হাঙ্গামা ব্যতীত উহারা থাকিতেই পারিত না। কিন্তু যুদ্ধ বাধাইবে কাহার সাথে?—গায়ে পড়িয়া মুছলমানদিগের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারে না, আর যাহাদের আশ্রয়ী হইয়াছে তাহারাও চুক্তিতে আবদ্ধ,

لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ

লেমো'মেনেন্ আঁই-য়্যাক্‌তোলা মো'মেনান ইল্‌লা- খাতা-আন, অমান্ ক্বাতালা

কোন মুছলমানের পক্ষে যে মুছলমানকে বধ করে কিন্তু ভুলক্রমে (বধ করিলে সে স্বতন্ত্র কথা), আর যে ব্যক্তি বধ করিবে

مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ

মো'মেনান্ খাতা-আন্ ফাতাহ্‌রীরো রাক্বাবাতেম্ মো'মেনাতেঙ অদেয়্যাতোম্

(কোন) মুছলমানকে ভুলক্রমে তবে (বধকারী) একজন গোলাম মুছলমানকে আজাদ করিয়া দিবে আর ক্ষতিপূরণ দিবে

مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ

মোছাল্লামাতোন্ এলা—আহ্‌লেহী— ইল্‌লা—আঁই য়্যাছ্‌ছাদ্দাকু, ফাইন্ কা-না

হত্যার নিহিত ব্যক্তির ওয়ারেছদিগকে কিন্তু এই যে (যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারেছগণ খুনের ক্ষতিপূরণ) মাফ দেয়, পুনশ্চ যদি হয়

مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ

মেন্ ক্বাওমেন্ আদূ ভল্‌লাকুম্ অহুওয়া মো'মেনোন্ ফাতাহ্‌রীরো রাক্বাবাতোম্ মো'মেনাহ্

(সেই) বধকারী সেই লোকদিগের মধ্যেকার যাহারা তোমা(মুছলমান)দিগের শত্রু অথচ সে (সেই বধকারী) নিজে মুছলমান হয় তবে একজন গোলাম মুছলমানকে আজাদ করিয়া দিবে,

---

وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ

অইন্ কা-না মেন্ ক্বাওমেম্ বায়্‌নাকুম্ অবায়্‌নাহুম্ মীছা-ক্বোন্ ফাদেয়্যাতোম্

আর যদি (হত্যাকারী) সেই লোকদিগের মধ্যকার হয় যাহাদের সহিত (হে মুছলমান,) তোমাদের একরার (চুক্তি) রহিয়াছে তবে (হত্যাকারী যেন) খুনের ক্ষতিপূরণ দিয়া দেয়

مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ

মোছাল্লামাতোন্ এলা— আহ্‌লেহী অতাহ্‌রীরো রাক্বাবাতেম্ মো'মেনাহ্,

নিহত ব্যক্তির ওয়ারেছদিগকে আর (ইহা ছাড়া) একজন গোলাম মুছলমানকে(ও) আজাদ করিয়া দিবে,

---

অতএব উপায় ? নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাহারা পুনর্ব্বার মুছলমান-দলে ভিড়িতে সচেষ্ট হইল। এই শ্রেণীর লোকেরই সম্বন্ধে মুছলমানদিগের প্রতি নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, উহাদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করিও না এবং সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ জমাআত হইতে লোকদিগকে বাহির করিয়া দিয়া নিজেদের শক্তিহানি ঘটাইও না। মোনাফেকদিগের তৃতীয় দল—যাহারা সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে,—কলহের সুযোগ পাওয়া মাত্রই কলহ-লিপ্ত হওয়া তাহাদের ব্যবসায়। এই তৃতীয় দলেরই সম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, মুছলমানগণ ইহাদিগকে শত্রুজ্ঞানে ইহাদের সহিত তদ্রূপ আচরণ করিবে শত্রুর সহিত যদ্রূপ আচরণ করা হইয়া থাকে।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً

ফাম্ আল্লাম্ য়্যাজেদ্ ফাছেয়্যা-মো শাহ্‌রায়নে মোতাতা-বেআয়নে, তাওবাতাম্-

আর যাহার (গোলাম মুছলমান আজাদ করার) ক্ষমতা না থাকে তবে (সেই ব্যক্তি) একাদিক্রমে দুইমাস (অর্থাৎ ৬০ দিন) রোজা রাখিবে, তওবার এই নিয়ম

مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا

মেনাল্লা-হে, অকা-নাল্লা-হো আলীমান্ হাকীমা-। অম্ আই-য়্যাক্‌তোল্ মো'মেনাম্

আল্লার ধার্য্যকৃত, আর আল্লাহ্ (সকলের অবস্থা সম্বন্ধে) জ্ঞাতা (আর) তাঁহার কার্য্যনিয়ন্ত্রণ (অতি) পরিপক্ব। আর যে ব্যক্তি মুছলমানকে বধ করিবে

مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

মোতাআম্মেদান্ ফাজাযা—ওহূ জাহান্নামো খা-লেদান্ ফী-হা-অগাদ্বেবাল্লা-হো আলায়্‌হে

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তবে তাহার শান্তি দোজখ যাহাতে সেই (বধকারী) ব্যক্তি (চির) চিরকাল থাকিবে আর তাহার প্রতি আল্লার ক্রোধ (নাজেল) হইবে

وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

অ-লাআনাহূ অ-আদ্দালাহূ আজা-বান্ আজীমা-। ইয়্যা—আয়্‌ইয়োহাল্লাজীনা

আর (তাহার প্রতি) আল্লার লা'নৎ পড়িবে আর তাহার জন্য আল্লাহ্ ভয়ঙ্কর (কঠিন) শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। হে মুছলমান-

اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا

আ-মানূ—এজা দ্বারাব্‌তুম্ ফী ছাবীলেল্লা-হে ফাতাবায়্যানূ অলা- তাকূলূ

গণ, যখন তোমরা আল্লার পথে (যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে) বহির্গত হইবে তখন (যাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহিবে তাহাদের অবস্থা বিশেষ ভাবে) তাহ্‌কীক করিয়া লইবে আর সেই ব্যক্তিকে ইহা বলিও না

لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ

লেমান্ আল্‌কা— এলায়্‌কোমোছ্‌ছালা-মা লাছ্‌তা মো'মেনান্, তাব্‌তাগূনা

যে ব্যক্তি (ছালাম প্রকাশার্থ) আমাদের প্রতি ছালাম্ আলয়্‌ক করিবে যে তুমি মুছলমান নও, (আর এরূপ উক্তিতে) তোমাদের উদ্দেশ্য থাকে

عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ

আরাদ্বাল্-হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা-, ফাএন্দাল্লা-হে মাগানেমো কাছীরাহ্; কাজা-লেকা

পার্থিব জীবনের আসবাবপত্রের (যাহাতে সেই ব্যক্তিকে শত্রু স্থির করিয়া তোমরা লুট কর, এ প্রকারের লুণ্ঠনে কি হইতে পারে) আল্লার নিকট (ত হে মুছলমান তোমাদের জন্য) বহু (জাএজ) নে'মত (মওজুদ) রহিয়াছে; এইরূপই

كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ

কোন্তুম্ মেন্ ক্বাব্‌লো ফামান্নাল্‌লা-হো আলায়্‌কুম্ ফাতাবায়্‌য়্যানূ, ইন্নাল্‌লা-হা

তোমরাও ইত্যাগ্রে (ছালাম প্রকাশ) করিতে তৎপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি (নিজের) কৃপা (প্রদর্শন) করিলেন (যৎফলে তোমরা প্রকাশ্যভাবে ছালাম আলায়্‌ক করিতে লাগিলে) অতএব (অন্য নও-মোছলেমদিগের দুর্ব্বলতার বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালাইবার অগ্রে) বিশেষভাবে তহ্‌কীক করিয়া লইবে, নিশ্চয় আল্লাহ্

كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

কা-না বেমা- তা'মালুনা খাবীরা-। লা- য়্যাছ্‌তাভেল্-ক্বা-এদুনা মেনাল্-মো'মেনীনা

যাহা কিছু তোমরা করিতেছ তৎবিষয়ে খবর রাখেন। (৩৮) সমান নহে বেওজরে (জেহাদ হইতে) বসিয়া থাকা মুছলমানগণ

غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ

গ্বায়্‌রো উলেদ্দারারে অল্-মোজ্বা-হেদুনা ফী ছাবীলেল্‌লা-হে বেআম্‌ওয়া-লেহিম্

(-এর পদমর্য্যাদা সেই লোকদিগের তুলনায়) যাহারা আল্লার পথে জেহাদ করিতেছে নিজেদের ধন

وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ

অ-আন্‌ফোছেহিম্, ফাদ্দালাল্‌লা-হোল্-মোজ্বা-হেদীনা বেআম্‌ওয়া-লেহিম্

ও নিজেদের প্রাণ দ্বারা, (৩৯) আল্লাহ সম্মান প্রদান করিয়াছেন (সেই লোকদিগকে) যাহারা জেহাদ করিতেছে নিজেদের ধন

وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط

অ-আন্‌ফোছেহিম্ আলাল্‌ক্বা-এদীনা দারাজ্বাহ্, অ-কোল্লাও অআদাল্‌লা-হোল্ হোছ্‌না- ;

ও নিজেদের প্রাণ দ্বারা (বে-ওজরে) বসিয়া থাকা লোকদিগের উপর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া (৪০) আর (এমনই ত) আল্লার সদঙ্গীকার সকল (মুছলমান)-এরই সহিত রহিয়াছে ;

---

(৩৮). কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ হইলে হজরত রছুলে-খোদা (দঃ) কিছু সংখ্যক মুছলমানকে শত্রু-দলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তদ্দিকস্থ কতিপয় ব্যক্তি ময়দানে পশুচারণ করিতেছিল। তাহারা নিজদিগকে মুছলমান বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য মুছলমান ছেপাহীগণ নিকটবর্ত্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এছলামী কায়দা অনুযায়ী "আছ্‌ছালামো আলায়কুম্" জানায়। তাহাদের ছালামকে মুছলমান ছেপাহীরা 'ধোকা" জ্ঞানে তাহাদের প্রতি আক্রমণ চালাইয়া পশুগুলি কাড়িয়া লয়। অত্রকার আয়তগুলিতে এবম্প্রকার ক্ষিপ্রকারিতার জন্য ভর্ৎসনা করা হইয়াছে ।

(৩৯) এই শর্ত্ত এজন্য লাগান হইয়াছে যে, মোছলমানদিগের সাহায্যের আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও বিনা ওজরে যদি কেহ জেহাদে শরীক না হয়, তবে সেই ব্যক্তি এছলাম হইতে খারিজ ।

(৪০) জীবন দ্বারা জেহাদের অর্থ ত সকলেরই জানা কথা ;—উহাতে স্বশরীরে যুদ্ধার্থ শত্রুসম্মুখীন হইতে হয়। আর অর্থ দ্বারা জেহাদ এই যে, অর্থ দ্বারা জেহাদকারীদিগের খরচপত্রের সাহায্য করা।

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

অ-ফাদ্দালাল্লা-হোল্-মোজা-হেদীনা আলাল্-কা-এদীনা আজ্‌রান্ আজীমা-।

আর আল্লাহ্ মহাপুণ্যফলের দিক দিয়া জেহাদকারীদিগকে (বে-ওজরে) বসিয়া থাকা লোকদিগের উপর সম্মান প্রদান করিয়াছেন ;—

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ

৬ ১৩ — ১০ রুকু

দারাজা-তেম্ মেন্‌হো অ-মাগ্‌ফেরাতাঙ্ অ-রাহ্‌মাহ্, অকা নাল্লা-হো গাফুরার্‌রাহীমা-। ৬

(এই লোকদিগের) পদমর্য্যাদাসমূহ আর তাঁহার ক্ষমা এবং দয়া আল্লার নিকট হইতে (স্থিরীকৃত) রহিয়াছে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا

ইন্নাল্লাজীনা তাঅফ্‌ফা-হুমোল্-মালা—একাতো জা-লেমী— আন্‌ফোছেহিম্ ক্বা-লূ

নিশ্চয় যাহারা (মোশ্‌রেকদিগের সহিত পড়িয়া থাকার এবং নিজেদের দীনের অনিষ্ঠ সাধনের জন্য) নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করিতেছে ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের জান কবজ করিবার পরে (তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে

فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ

ফী-মা কোন্তুম্, ক্বা-লূ কোন্না- মোছ্‌তাদ্‌আফীনা ফেল্-আর্‌দে, ক্বা-লূ—আলাম্

তোমরা (দারোল-হরবে) (৪১) পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া কি করিতেছিলে, তখন উহারা জওয়াব দেয় যে আমরা জমীনে অক্ষম ছিলাম, (তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে) বলে (এতটুকু) বিস্তীর্ণ কি

(৪১) "দারোল-হরব" বলিতে সেই দেশকে বুঝায় যে দেশে কাফেরের রাজত্ব, অথচ সেই দেশের শাসনকর্ত্তা মুছলমানদিগের ধর্ম্মকার্য্যে (যথাঃ—নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত আদিতে) প্রতিবন্ধক হয় ও নিষেধ করে; এরূপ দেশে মুছলমানদিগের বসবাস জাএজ নহে; বরং তদ্রূপ অবস্থায় মুছলমানগণ তাহাদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র যাইয়া বসবাস করিবে। দারোল হরবে জেহাদেরও নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আল্লার হাজার হাজার শোকর যে, ইংরাজ-শাসিত আমাদের এ-দেশ দারোল-হরব নহে। কারণ এদেশে মুছলমানদিগের কোনও ফরজকার্য্য পালনে কোনও প্রকার বাধা বিঘ্ন সৃষ্টির আশঙ্কা নাই।

এক্ষেত্রে এটুকু ও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কোন কোন বৎসর বসন্ত বা কলেরার জন্য হজেচ্ছু ব্যক্তিগণকে মক্কা-যাত্রায় বাধা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বাধা সৃষ্টি এছলামের প্রতি আঘাত নহে; বরং উহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। তদ্রূপ অবস্থায় বাধা সৃষ্টি শুধু এদেশেই নহে, এছলামী রাজ্য বলিতে যে মিছর ও তুরস্ককে বুঝায়, তথায়ও দস্তুর মত বাধা দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ কলেরা ও বসন্ত সংক্রামক রোগ, উহা একের দ্বারা অনেকের মধ্যে বিস্তৃত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

হজের মওছুমে লোকের অপরিমেয় ভিড়ের দরুণ কলেরা ও বসন্তের আশঙ্কা নিশ্চয়ই থাকে এবং তদ্রূপ আশঙ্কা প্রকাশ পাইলে মক্কাযাত্রীদিগকে যাত্রায় বাধাপ্রদান নিশ্চয়ই বিধিসম্মত। উহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, লোক ফরজকার্য্য পালনে প্রতিনিবৃত্ত থাকুক; বরং উদ্দেশ্য ত ইহাই যে, হাজীদিগের জীবন নষ্ট না হয়।

৭

تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ

তাকোন্ আর্দোল্লা-হে ওয়া-ছেআতান্ ফাতোহা-জেরূ ফী-হা-, ফাউলা—একা

আল্লার (এতবড় সুবিশাল) জমীন ছিল না যে তোমরা উহাতে (কোনও দিকে) হিজরত করিয়া চলিয়া যাইতে, অপিচ এই লোকেরাই

مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ

মা'ওয়া-হুম্ জাহান্নাম্, অছা—আৎ মাছীরা-। ইল্লাল্-মোছ্তাদ্আফীনা মেনারের্জা-লে

যাহাদের অবস্থিতি-স্থল দোজখ, আর (দোজখ) কদর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন-স্থান। কিন্তু (অবশ্য) এ-পরিমাণ অক্ষম পুরুষ

وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

অন্নেছা—এ অল্-ভেল্দা-নে লা- য়্যাছ্তাতীউনা হী-লাতাঙ, অলা- য়্যাহ্তাদূনা

ও নারী ও বালক যে (তাহাদের) কোনই উপায় না থাকে আর তাহাদের (বাহিরে বাহির হইয়া যাওয়ার) বুদ্ধিতে না যোগায়

سَبِيْلًا ۝ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ

ছাবীলা-। ফাউলা—একা আছাল্লা-হো আই-য়্যা'ফোঅ আন্হুম্, অকা-নাল্লা-হো

কোনও পথ। অপিচ এ-প্রকার লোকদিগের আশা আছে যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আর আল্লাহ্ ত

عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ

আফুঅন্ গাফুরা -। অমাঁই ইয়্যোহা-জের্ ফী ছাবীলেল্লা-হে য়্যাজেদ্ ফেল্-আর্দ্বে

(দোষ) ক্ষমাকারী (এবং গোনাহ্) মা'ফকারী। আর যে ব্যক্তি আল্লার পথে (অর্থাৎ আল্লার জন্য) নিজের দেশ ছাড়িয়া দিবে প্রাপ্ত হইবে (সেই ব্যক্তি আল্লার) জমীনে

مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ط وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا

মোরা-গামান্ কাছীরাঙ্ অ-ছাআতান, অমাঁই-য়্যাখ্রোজ্ মেম্- বায়্তেহী মোহা-জেরান্

বহু খোলাসা জায়গা এবং (সর্ব্ববিষয়ের) স্বচ্ছলতা, আর যে ব্যক্তি বাহির হইবে নিজের গৃহ হইতে হিজরত করিয়া

اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

এলাল্লা-হে অ-রাছুলেহী ছোম্মা ইয়্যোদ্রেক্হোল্-মাও্তো ফাকাদ্ অকাআ

আল্লার ও তাঁহার রছুলের দিকে তৎপর সেই ব্যক্তি মারা যাইবে তাহা হইলে সাব্যস্ত হইয়া গেল

৪
১৪
—
১১
রুকু

أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ

আজ্‌রোহূ আলাল্‌লা-হে, অকা-নাল্‌লা-হে, গাফুরার্‌রাহীমা। ৪ অএজা দ্বারাব্‌তুম্‌

আল্লার জেম্মায় তাহার ছওয়াব, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর (হে মুছলমানগণ,) যখন তোমরা গমন করিবে

فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ

ফেল্‌-আর্‌দ্বে ফালায়্‌ছা আলায়্‌কুম্‌ জ্বোনা-হোন্‌ আন্‌ তাক্‌ছোরূ মেনাছ্‌-ছালা-তে—

(জেহাদের জন্য) কুত্রাপি তদবস্থায় তোমাদের প্রতি কিছু মাত্র গোনাহ্‌ নাই যে নামাজ হইতে (কিছু) কম কর—

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا

ইন্‌ খেফ্‌তুম্‌ আই য়্যাফ্‌তেনাকোমোল্লাজীনা কাফারূ, ইন্‌নাল্‌ কা-ফেরীনা কা-নূ

যদি তোমাদের আশঙ্কা থাকে যে (তোমাদের নামাজ পড়ার মধ্যে) কাফেরগণ তোমাদের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া বসিবে, নিঃসন্দেহ কাফেরগণ ত

لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

লাকুম্‌ আদূঅম্‌-মোবীনা-। অএজা- কোন্তা ফী-হিম্‌ ফাআকাম্‌তা লাহুমোছ্‌ছালা-তা

তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (অর্থাৎ তাহারা তোমাদিগকে ত শান্তির সহিত নামাজ পড়িতে দিবে না।) (৪২) আর (হে রছুল !) যখন তুমি মুছলমান (ছেপাহী) দিগের সঙ্গী থাকিবে এবং (এমাম হইয়া) তাহাদিগকে নামাজ পড়াইবে

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۖ

ফাল্‌-তাকোম্‌ তা—এফাতোম্‌ মেন্‌হুম্‌ মাআকা অল্‌-য়্যা'খোজূ— আছ্‌লেহাতাহুম্‌;

তখন মুছলমানদিগের একটি দল (যেন মোক্তাদি হইয়া) তোমার সঙ্গে খাড়া হয় এবং নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখে;

فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ

ফাএজা- ছাজাদূ ফাল্‌-য়্যাকূনূ মেঙ্‌- অরাএ—কুম্‌, অল্‌-তা'তে তা—এফাতোন্‌

তারপর যখন ছেজ্‌দাহ্‌ করা হইয়া যাইবে তখন (তাহারা) তোমার পশ্চাতে হটিয়া যাইবে, আর দ্বিতীয় দল

(৪২) "কিছু কম কর" অর্থে চারি রেকাতকে দুই রেকাত করা। যদি এতটুকুরও সুযোগ না থাকে, তবে একই রেকাত যথেষ্ট মনে করিবে। যথা এব্‌নে আব্বাছ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে উক্ত আছে। আর যদি এক রেকাতেরও সুযোগ না থাকে, তবে কাজা করিবে। যদ্রূপ হজরত রছুলে-খোদা (দঃ) এবং হজরত ওমর (রাঃ) "খন্দক-যুদ্ধ" কালে আছরের নামাজ কাজা হইয়া যাওয়ায় উহা মগরেবের সহিত আদায় করিয়াছিলেন। অত্র আয়াত জেহাদকারীদিগের 'ছালাতোল্‌-খাওফ' অর্থাৎ ভয়ের নামাজ-এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ। সাধারণ মোছাফেরদিগের 'কছর-নামাজ' ত বহু হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত রহিয়াছে।

أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ

ওখ্‌রা- লাম্ ইয়োছাল্লু ফাল্-ইয়োছাল্লু মাআকা অল্-য়্যা'খোজু হেজ্‌রা হুম্

যাহারা (এখনও) নামাজে শরিক হয় নাই (তাহারা) আসিয়া (হে রছুল !) তোমার সঙ্গে নামাজে শরিক হয় এবং তাহারা যেন হুশিয়ার থাকে

وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ

অ-আছ্‌লেহাতাহুম্, অদ্দাল্লাজীনা কাফারু লাও্ তাগ্‌ফোলুনা আন্ আছ্‌লেহাতেকুম্

আর নিজেদের যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখে, কাফেরদিগের (ত) 'এই আরমান যে (হে মুছলমান,) তোমরা (সামান্য কিছু সময়েও) অসতর্ক হইয়া যাও নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র

وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ

অ-আম্‌তেআতেকুম্ ফায়্যামীলুনা আলায়্‌কুম্ মায়্‌লাতাঙ্ ওয়া-হেদাহ্, অলা- জোনা-হা

ও নিজেদের আসবাবপত্র হইতে তাহা হইলে (তন্মূহুর্ত্তেই) সকলেই এক জোটে তোমাদের প্রতি আক্রমণ করিয়া বসে, আর কোনই গোনাহ্ নাই

عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى

আলায়্‌কুম্ ইন্ কা-না বেকুম্ আজাম্-মেম্-মাতারেন্ আও্ কোন্তুম্ মার্‌দ্বা—

তোমাদের প্রতি যদি বৃষ্টির কারণে কিম্বা তোমাদের পীড়ার কারণে তোমাদের কষ্ট হয়

اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ

আন্ তাদ্বাউ-- আছ্‌লেহাতাকুম্, অ-খোজু হেজ্‌রা কুম্, ইন্নাল্লা-হা আআদ্দা

তবে তোমাদের যুদ্ধাস্ত্র খুলিয়া রাখিতে, অবশ্য নিজেরা হুশিয়ার থাকিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ

লেল্-কা-ফেরীনা আজা-বাম্-মোহীনা-। ফাএজা- ক্বাদ্বায়্‌তোমোছ্‌ছালা-তা

কাফেরদিগের জন্য অপদস্থের শাস্তি। তারপর যখন তোমরা (ভয়ের) নামাজ পুরা করিয়া লইবে

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ

ফাজ্‌কোরোল্লা-হা ক্বেয়া-মাঙ্ অ-ক্বোউদাঙ্ অ-আলা- জোনুবেকুম্, লাএজাৎমা'নানতুম্

তখন দণ্ডায়মান ও উপবেশন ও পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় আল্লার স্মরণে লাগিয়া রহিবে, অতঃপর যখন তোমরা (তোমাদের শত্রুদলের সম্বন্ধে) নির্ভয় হইয়া যাইবে

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا

ফাআক্বীমোছ্ছালা-তা, ইন্নাছ্ছালা-তা কা-নাৎ আলাল্ মো'মেনীনা কেতা-বাম্-

তখন (যথানিয়মে) নামাজ পড়িবে, কারণ মুছলমানদিগের প্রতি নামাজ ফরজ

مَّوْقُوْتًا ○ وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۗ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ

মাও্ক্বূতা-। অলা- তাহেনূ ফেব্‌তেগা—এল্-কাওম্, ইন্ তাকূনূ তা'লামূনা ফাইন্নাহুম্

সঠিক সময়ে (পড়া)র শর্ত্তে। (৪৩) আর (হে মুছলমানগণ ! তোমরা) কওমের (অর্থাৎ শত্রুদলের) পশ্চাতে লাগিতে শৈথিল্য না, যদি (যুদ্ধে) তোমাদের কষ্ট হইয়া থাকে তবে উহাদেরও

يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ

য়্যা'লামূনা কামা- তা'লামূনা, অতারজুনা মেনাল্লা-হে মা- লা- য়্যারজুনা,

কষ্ট হইতেছে যদ্রূপ তোমাদের কষ্ট হইয়াছে, আর (তোমাদের বিজয় এই যে) তোমাদের আল্লার সমীপে সেই সেই আশা রহিয়াছে যে আশা উহাদের নাই,

ع ১৫ — ১২ রুকু

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ

অকা-নাল্লা-হো আলীমান্ হাকীমা-। ع ইন্না— আন্‌যাল্‌না— এলায়্‌কাল্-কেতা-বা

আর আল্লাহ্ (সকলের অবস্থা) জানেন (এবং যুদ্ধের কৌশল) বিলক্ষণ বুঝেন। (হে রছুল !) আমি সত্য সহকারে তোমার প্রতি কেতাব নাজেল করিয়াছি

بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ

বেল্-হাক্বক্বে লে-তাহ্‌কোমা বায়্‌নান্নাছে বেমা— আরা-কাল্লা-হো,

(তাহা এজন্য) যে যদ্রূপ আল্লাহ্ তোমাকে জানাইয়াছেন তদনুরূপ তুমি লোকদিগের আপোষ-কলহ মিটাইয়া দিবে,

وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

অলা- তাকোঁল্-লেল্-খা—এনীনা খাছীমাও্—অছ্তাগ্‌ফেরেল্লা-হা, ইন্নাল্লা-হা

আর তুমি দাগাবাজদিগের ঝগড়ার পক্ষপাতিত্ব করিও না—আর আল্লার নিকট (ভুলচুকের জন্য) ক্ষমা চাহিও, (কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্

كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ

কা-না গাফূরার্‌রাহীমা-। অলা- তোজা-দেল্ আনেল্লাজীনা য়্যাখ্‌তা-নূনা

ক্ষমাকারী দয়ালু। আর তুমি ঝগড়া করিওনা সেই লোকদিগের পক্ষ হইতে যাহারা খেয়ানত করিতেছে

(৪৩) এস্থলে মর্ম্ম ইহাই যে, অবস্থা যদি খুবই আশঙ্কাজনক হয় অথচ নামাজের অক্ত চলিয়া যাইতে থাকে, তবে যে ভাবের নামাজ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপই পড়িয়া লইবে—কাজা হইতে দিবে না।

أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا

আন্‌ফোছাহুম্, ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়োহেব্বো মান্ কা-না খাত্ত্‌ওয়া-নান্

নিজেদের(ই) আত্মাগুলির, কারণ আল্লাহ্ কখনই পছন্দ করেন না খেয়ানতকারী

أَثِيْمًا ۙ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ

আছীমাঁই—য়্যাছ্‌তাখ্‌ফুনা মেনান্‌না-ছে অলা- য়্যাছ্‌তাখ্‌ফুনা মেনাল্লা-হে অহুওয়া

পাপীদিগকে। (ইহারা এরূপ নির্ব্বোধ যে) লোকদিগের হইতে গোপন করিয়া থাকে আর আল্লাহ্

হইতে গোপন করিতে পারে না আর তিনি (আল্লাহ্)

مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ

মাআহুম্ এজ্ ইয়োবায়্যেতুনা মা- লা- য়্যার্দ্বা- মেনাল্ ক্বাও্‌লে, অকা-নাল্লা-হো

উহাদের সঙ্গে (উপস্থিত) থাকেন (রাত্রে বসিয়া বসিয়া) যখন সেই সকল বিষয়ের যুক্তি করে যাহা

হইতে (আল্লাহ্) সন্তুষ্ট নহেন, আর আল্লার

بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ

বেমা- য়্যা'মালূনা মোহীতা-। হা— আন্তুম্ হা-উলা—এ জ্বা-দাল্‌তুম্ আন্‌হুম্

(এলেমের) বেষ্টনীতে (তৎ সমস্তই) যাহা (উহারা) করিতেছে। (মুছলমানগণ!) তোমরা

অবশ্যই সেই লোকই ত যে উহাদের দিকে হইয়া ঝগড়া করিয়াছ

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ

ফেল্-হায়্যা-তেদ্দোন্‌য়্যা- ; ফামাঁই ইয়োজ্বা-দেলোল্লা-হো আন্‌হুম্ য়্যাও্‌মাল্

পার্থিব জীবনে, (বল) উহাদের (তরফ) হইতে আল্লার সহিত কে ঝগড়া করিবে কেয়ামত-

الْقِيٰمَةِ أَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا

কেয়্যা-মাতে আম্-মাঁই য়্যাকূনো আলায়্‌হিম্ অকীলা-। অমাঁই-য়্যা'মাল্ ছু—আন্

দিবসে অথবা কে উহাদের উকীল (কার্য্যকারক) হইবে। আর যে ব্যক্তি অসৎকার্য্য করিবে

أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ

আও্ য়্যাজ্‌লেম্ নাফ্‌ছাহু ছোম্মা য়্যাছ্‌তাগ্‌ফেরেল্লা-হা য়্যাজেদেল্লা-হা

কিম্বা (মিথ্যা কছম ইত্যাদি দ্বারা নিজেই) নিজের আত্মার প্রতি জুলুম করিবে তৎপর আল্লাহ্

হইতে (নিজের) গোনাহ্ মাফ্ করাইবে তবে প্রাপ্ত হইবে যে আল্লাহ্

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ط

গাফুরার্রাহীমা-। অমাঁই য়্যাক্‌ছেব্‌ এছ্‌মান্‌ ফাইন্নামা- য়্যাক্‌ছেবোহূ আলা- নাফ্‌ছেহী,

ক্ষমাকারী দয়ালু। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ-কার্য্য করে তবে সেই ব্যক্তি সেই (পাপ) কার্য্যের দ্বারা নিজেরই অনিষ্ট করে,

---

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا

অকা-নাল্লা-হো আলীমান্‌ হাকীমা-। অমাঁই য়্যাক্‌ছেব্‌ খাতীআ—তান্‌ আও্‌ এছ্‌মান্‌

আর আল্লাহ্‌ (সকলেরই অবস্থা) জানেন (এবং প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী) নির্দ্দেশ প্রদান করেন। আর যে ব্যক্তি কোন ত্রুটী অথবা গোনার কার্য্য করিয়া

ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ع

ছোম্মা য়্যার্‌মে বেহী বারী—আন্‌ ফাকাদেহ্‌তামালা বোহ্‌তা-নাঙ অ-এছ্‌মাম্‌ মোবীনা- ع

তৎপর সে নিজের দোষকে কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দেয় তবে সেই ব্যক্তি জলন্ত মিথ্যারোপ এবং সুস্পষ্ট গোনাহ্‌ (-এর বোঝা) নিজের উপর চাপাইল।

ع ১৬ — ১৩ রুকু

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ

অলাও্‌লা ফাদ্ব্‌লোল্‌লা-হে আলায়্‌কা অ-রাহ্‌মাতোহূ লাহাম্মাৎ তা-এফাতোম্‌

আর (হে রছুল !) যদি তোমার প্রতি আল্লার করুণা এবং তাঁহার দয়া না হইত তবে একদল

مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

মেন্‌হুম্‌ আঁই ইয়্যোদ্বেল্‌লুকা, অমা, ইয়্যোদ্বেল্‌লুনা ইল্লা- আন্‌ফোছাহুম্‌

উহাদের ত ইচ্ছাই করিয়াছিল তোমাকে কু-পথে লইয়া যাওয়ার, আর উহারা নিজেদেরই কু-পথগামী করিতেছে

وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ط وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

অমা- য়্যাদ্বোর্‌রুনাকা মেন্‌ শায়্‌এন্‌, অ-আন্‌যালাল্‌লা-হো আলায়্‌কাল্‌-কেতা-বা

আর তোমাকে (উহারা) কিছুই কষ্ট দিতে পারে না, কারণ আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি কেতাব (কোরআন) নাজেল করিয়াছেন

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ

অল্‌-হেক্‌মাতা অ-আল্‌লামাকা মা- লাম্‌ তাকোন্‌ তা'লামো, অকা-না ফাদ্ব্‌লোল্‌লা-হে

এবং (তোমাকে প্রদান করিয়াছেন উপযুক্ত) জ্ঞান আর তোমাকে এ-প্রকার বিষয়াবলী শিক্ষা দিয়াছেন যাহা (পূর্ব্বে) তোমার জানা ছিল না আর (হে মোহাম্মদ !) রহিয়াছে আল্লার কৃপা

عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ

আলায়্কা আজীমা-। লা- খায়্রা ফী কাছীরেম্ মেন্ নাজ্‌ওয়া-হুম্ ইল্লা- মান্

তোমার প্রতি অপরিসীম। উহাদের বহুল যুক্তির মধ্যে নেকী(র নাম মাত্র) নাই কিন্তু যে ব্যক্তি

اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ط

আমারা বেছাদাকাতেন্ আও্ মা'রূফেন্ আও্ এছ্লা-হেম্ বায়্নান্না-ছে,

(আল্লার পথে) দান অথবা (অন্য কোন) সৎকার্য্যের কিম্বা লোকদিগের মধ্যে মিল-মেলাপের পরামর্শ দেয় (এসকল অবশ্য পুণ্য-কার্য্য),

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ

অমাঁই য়্যাফ্‌আল্ জা-লেকাব্‌তেগা—আ মার্‌দ্বা-তেল্লা-হে ফাছাও্ফা মো'তীহে

আর যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যে এরূপ (পুণ্য) কার্য্য করিবে তবে আমি (কেয়ামত-দিবসে) তাঁহাকে প্রদান করিব

اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

আজ্‌রান্ আজীমা-। অমাঁই ইয়োশাক্কেকের্‌রছুলা মেম্ বা'দে মা- তাবায়্য়্যানা

মহা ছওয়াব। আর যে ব্যক্তি পয়গাম্বর হইতে পৃথক থাকিবে সরল পথ প্রকাশিত

لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى

লাহোল্ হোদা- অয়্যাত্তাবে' গায়্রা ছাবীলেল্ মো'মেনীনা নোঅল্লেহী মা- তাওয়াল্লা

হওয়ার পরে আর মুছলমানদিগের (অবলম্বিত) পথ ছাড়া (অন্য পথ) অবলম্বন করিবে তবে যাহা (যে পথ) সেই ব্যক্তি অবলম্বন করিয়াছে আমি তাহাকে সেই পথেই চালনা করিতে থাকিব

وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ

অ-নোছ্‌লেহী জাহান্নাম্, অছা—আৎ মাছীরা-। ৫ ইন্নাল্লা-হা লা- য়্যাগ্‌ফেরো

আর (অবশেষে) তাহাকে দোজখের মধ্যে (লইয়া) দাখিল করিব, আর উহা (দোজখ) অতীব কদর্য্য স্থান। (৪৪) আল্লাহ্ কখনই ক্ষমা করিবেন না

ع ১৭ / ১৪ রুকু

(৪৪) পশ্চাদ্বর্ত্তী রুকু দ্বয়ের শানে-নজুলের ঘটনা এই যে, হুজুর (দঃ)-এর সম সময়ে জনৈক আন্‌ছারের অটা'র বস্তা-মধ্যে লুক্কায়িত জেরা (যুদ্ধ-সাজ) অপহৃত হয়। বস্তার খোঁজ প্রথমতঃ তা'মাহ্ নামক জনৈক মুছলমানের, তৎপর জনৈক য়িহুদীর গৃহ অবধি পড়ে। অবশেষ অপহৃত জেরা য়িহুদীর গৃহ হইতে বাহির হয়। য়িহুদী বলিতে থাকে যে, তা'মাহ্-ই অন্যের দ্বারা তাহার গৃহে উহা রাখিয়াছিল। কিন্তু তা'মাহ্ তাহা অস্বীকার করে। তা'মার দলস্থ লোক তা'মার ছাফাই-এর পক্ষে প্রস্তুত হয়। হজরত রছুলে-খোদা অহীদ্বারা 'য়িহুদী নির্দ্দোষ এবং তা'মাহ্ দোষী', ইহা জানিতে পারেন। সেই অহীই অত্রস্থ দুই রুকু। এস্থলে এটুকুও বিবেচ্য যে, এবম্প্রকার শত্রু-মিত্রের মধ্যে সুবিচার, এবম্প্রকার ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন পয়গাম্বর ব্যতীত আর কাহার দ্বারা সম্ভব ?

اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ط

আঁই ইয়্যোশ্‌রাকা বেহী অ-য়্যাগ্‌ফেরো মা- দূনা জা-লেকা লে-মাঁই য়্যাশা—ও,

তাঁহার সহিত (কিছুরও) শরিক স্থির করণরূপ গোনাহ আর ইহা (শেরেক) হইতে কম (গোনাহ্‌গারদিগের) যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন,

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝ اِنْ يَّدْعُوْنَ

অমাঁই ইয়্যোশ্‌রেক্ বেল্‌লা-হে ফাক্বাদ্ দ্বাল্‌লা- দ্বালা-লাম্ বাঈদা-। এই-য়্যাদ্‌উনা

আর যে ব্যক্তি আল্লার সহিত শরিক স্থির করিল সেই ব্যক্তি (সোজা পথ হইতে বহু) দূরে পথভ্রষ্ট হইয়া গেল। (এই মেশরেকগণ ত) ডাকিতেছে

مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ج وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۝

মেন্ দূনেহী—ইল্‌লা—এনাছান্, অএই-য়্যাদ্‌উনা ইল্‌লা- শায়্‌তা-নাম্ মারীদাল্—

আল্লার ছাড়া কেবল স্ত্রীলোকদিগকেই, আর সেই অবাধ্য শয়তান(-এর বশবর্ত্তী হইয়া তাহা)কে ডাকিতেছে—

لَّعَنَهُ اللّٰهُ م وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝

লাআনাহোল্‌লা-হো অক্বা-লা লাআত্তাখেজান্না মেন্ এবা-দেকা নাছীবাম্ মাফ্‌রূদ্বাও—

যাহাকে আল্লাহ্ (রোজ-আযলে) অভিসম্পাৎ দিয়াছেন;—(৪৫) আর সে (শয়তান তখন) বলিতে লাগিল যে আমি ত (হে খোদা!) তোমার বান্দাগণ হইতে (নজর ও নেয়াজের) এক ধার্য্যকৃত অংশ নিশ্চয়(ই) গ্রহণ করিব—

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ

অ-লায়োদ্বেল্লান্নাহুম্ অ-লায়োমান্নেয়্যান্নাহুম্ অ-লাআ-মোরান্নাহুম্ ফালাইয়্যোবাত্তেকোন্না

আর তাহাদিগকে নিশ্চয়(ই) পথভ্রষ্ট করিব আর নিশ্চয়(ই) তাগাকে বহু আশা(ও) প্রদান করিব আর তাহাদিগকে বুঝাইতে থাকিব তৎফলে তাহারা (বোৎ অর্থাৎ ঠাকুরগণের নেয়াজের) জানোয়ার গুলির

اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ

আ-জা-নাল্-আন্‌আ-মে অ-লাআ-মোরান্‌নাহুম্ ফালাইয়্যোগাইয়্যেরোন্‌না

কাণ কাটিয়া দিবে আর আমি তাহাদিগের বুঝাইব তৎফলে তাহারা নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন ঘটাইবে

وقف لازم

(৪৫) নারীগণ অর্থে দেবীদের প্রতিমা। যদ্রূপ এদেশীয় হিন্দুগণ দেবীগণের পূজাপাঠ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আরববাসীরা লাৎ ওজ্জা ইত্যাদি দেবীর এবং ফেরেশ্‌তাগণকে আল্লার কন্যা জ্ঞানে পূজা করিত। ইহা কিরূপ নির্ব্বোধোচিত কার্য্য যে, নারীগণকে খোদাজ্ঞানে মান্য করা যায়।

خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

খাল্‌কাল্লা-হে, অ-মাঁই য়্যাত্তাখেজেশ্‌-শায়্‌তা-না অলীয়্যাম্‌ মেন্‌ দূনেল্লা-হে

আল্লার সৃষ্ট আকৃতিগুলির(ও), আর যে ব্যক্তি আল্লার ছাড়া শয়তানকে বন্ধু গ্রহণ করিবে (এবং তাহার তাবেদারী করিতে থাকিবে)

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۭ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۭ

ফাক্বাদ্‌ খাছেরা খোছ্‌রা-নাম্‌-মোবীনা-। য়্যাএদো হুম্‌ অ-ইয়োমান্‌নীহিম্‌,

তবে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইল সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। (৪৬) (শয়তান) তাহাদিগকে ওয়াদা প্রদান করে এবং তাহাদিগকে আশায় প্রলুব্ধ করে,

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ

অমা- য়্যাএদো হুমোশ্‌-শায়্‌তা-নো ইল্লা- গোরূরা-। উলা—একা মা'ওয়া-হুম্‌ জাহান্নাম্‌,

আর শয়তান তাহাদিগকে যাহাই ওয়াদা প্রদান করুক (তাহা) কিন্তু অত্যন্ত ধোকা। ইহারাই যাহাদের (শেষ) অবস্থিতিস্থান দোজখ,

وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অলা- য়্যাজেদূনা আন্‌হা- মাহীছা-। অল্লাজীনা আ-মানূ অআমেলোছ্‌ছা-লেহা-তে

আর তথা হইতে কোথাও পলাইতে পারিবে না। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকার্য্য করিয়াছে

سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

ছানোদ্‌খেলোহুম্‌ জান্না-তেন্‌ তাজ্‌রী মেন্‌ তাহ্‌তেহাল্‌-আন্‌হা-রো খা-লেদীনা

অবিলম্বে আমি তাহাদিগকে (বেহেশ্‌তের) এরূপ বাগানে (লইয়া) দাখিল করিব যাহার নিম্নে একাধিক নদী প্রবাহিত (আর তাহারা) চির

فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝

ফী-হা—আবাদা, অ'দাল্লা-হে হাক্‌ক্বান, অমান্‌ আছ্‌দাকো মেনাল্লা-হে ক্বী-লা-।

চিরবাসী হইবে উহাতে, (তাহাদের সহিত ইহা) আল্লার সঠিক ওয়াদা, আর আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কথায় সত্য (আর) কে (হইবে) ?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۭ مَنْ يَّعْمَلْ

লায়্‌ছা বে-আমা-নীইয়্যেকুম্‌ অলা— আমা-নীইয়্যে আহ্‌লেল্‌-কেতা-ব্‌, মাঁইয়্যা'মাল্‌

(মুছলমানগণ ! পরকাল-মুক্তি) তোমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি (নিবদ্ধ) নহে এবং আহ্‌লে কেতাব (অর্থাৎ গ্রন্থধারীগণ)-এর আকাঙ্ক্ষার প্রতি(ও নিবদ্ধ) নহে (বরং আমলেরই উপর নিবদ্ধ), (৪৭) (অতএব) যে ব্যক্তি করিবে

(৪৬) মাথায় মানতের জটা রাখা, হস্তাদি দাগা এবং অন্যান্য শ্রেণীর কার্য্য শের্কের অন্তর্ভুক্ত।

(৪৭) মর্ম্ম এইযে, প্রত্যেক জাতিই নিজেকে সত্য মজহাবধারী অর্থাৎ পরলৌকিক মুক্তি-পথের

سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا

ছু—অাঁই ইয়োজ্‌য়া বেহী—অলা- য়্যাজেদ্‌ লাহূ মেন্‌ দূনেল্‌লা-হে অলীয়্যাঙ্‌

অসৎকার্য্য তাহার শাস্তি (সে) পাইবে আর আল্লার ছাড়া সেই ব্যক্তির সাহায্যকারী (ও) মিলিবে না

وَّلَا نَصِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

অলা- নাছীরা-। অমাঁই য়্যা'মাল্‌ মেনাছ্‌ছা-লেহা-তে মেন্‌ জাকারেন্‌ আও্‌ ওন্‌ছা

এবং সাহায্যদানকারী(ও) নহে। আর যে ব্যক্তি কোন পুণ্যকার্য্য করিবে (তা-) পুরুষ হউক অথবা নারী

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

অহুওয়া মো'মেনোন্‌ ফাউলা—একা য়্যাদ্‌খোলূনাল্‌ জান্‌নাতা অলা- ইয়োজ্‌লামূনা

আর সে ঈমানও রাখে তবে এই শ্রেণীর লোক বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে আর তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের অপচয় ঘটিবে না

نَقِيْرًا ۝ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ

নাক্বীরা-। অমান্‌ আহ্‌ছানো দীনাম্‌ মেম্‌মান্‌ আছ্‌লামা অজ্‌হাহূ লেল্‌লা-হে

তিল পরিমাণও। (৪৮) আর সেই ব্যক্তির অপেক্ষা কাহার দীন (ধর্ম্ম) উত্তম (হইতে পারে) যে ব্যক্তি আল্লার সম্মুখে নিজের মস্তক অবনত করিল (৪৯)

وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ

অহুওয়া মোহ্‌ছেনোঙ্‌ অত্তাবাআ মেল্লাতা এব্‌রা-হীমা হানীফা-, অত্তাখাজাল্‌লা-হো

আর সেই ব্যক্তি পুণ্যবানও এবং এবরাহীমের মজহাবের অনুসরণকারী যে তিনি (এবরাহীম) একই (খোদা)র হইয়া ছিলেন, আর আল্লাহ্‌ গ্রহণ করিয়াছিলেন

اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

এব্‌রা-হীমা খালীলা-। অ-লেল্‌লা-হে মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমা- ফেল্‌- আর্‌দ্বে,

এবরাহীমকে নিজের বন্ধু। আর আল্লারই যাহা কিছু আকাশসমূহে আর যাহা কিছু ভূমণ্ডলে,

---

পথিক বলিয়া দাবী করে। যথা:— كل حزب بما لديهم فرحون কিন্তু যাহারা মনে করে যে, তাহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা-ই তাহাদের পরকাল-মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট, তবে তাহা তাহাদের ভুল।

(৪৮) "নাক্বীর অর্থে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর খর্জ্জুর-বিচীতে বিদ্যমান। আরবের প্রচলিত ভাষায় অতি সামান্য পরিমাণ জিনিষকে 'নক্বীর' বলে ;—এদেশে যদ্রূপ মাষা, রতি, তিল ইত্যাদি। সুতরাং বঙ্গভাষাভাষী পাঠকবর্গের বোধগম্যার্থ এ-স্থলে নক্বীরের অর্থ 'তিল' গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৪৯) ইহার শাব্দিক অর্থ—"নিজের মুখ খোদার জন্য বিনম্র করিল।" অথচ প্রকৃত মর্ম্ম হইতেছে "আদেশ পালন", কাজেই দেশপ্রচলিতের দিক দিয়া আমরা "মস্তক অবনত করিব" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

৫
১৮
—
১৫
রুকু

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ۝ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ

অকা-নাল্লা-হো বেকুল্লে শায়্‌এম্‌-মোহীতা-। ৫ অ-য়্যাছ্‌তাফ্‌তুনাকা ফেন্নেছা—এ-

আর সমস্ত জিনিষ আল্লার(ই) বেষ্টনে। আর (হে রছুল! উহারা) তোমার নিকট (এতীম) নারীগণ (-এর সহিত নেকাহ্‌ করণ)-এর সম্বন্ধে হুকুম চাহিতেছে,

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ

কোলেল্লা-হো ই য়্যোফ্‌তীকুম্‌ ফীহেন্না, অমা- ইয়্যোৎলা- আলায়্‌কুম্‌ ফেল্‌-কেতা-বে

(অতএব তুমি উহাদিগকে) বুঝাইয়া দাও যে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে হুকুম দিতেছেন উহাদের (সহিত নেকাহ্‌ করা) সম্বন্ধে (আর অগ্রেও হুকুম দিয়াছিলেন), আর (অগ্রে) কোরআনে যাহা (যে হুকুম) তোমাদিগকে শুনান হইয়াছে

فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ

ফী য়্যাতা-মান্নেছা—এল্লা-তী লা- তো'তুনাহোন্না মা- কোতেবা লাহোন্না

(তাহা প্রকৃতপক্ষে সেই) এতীম নারীদিগের সম্বন্ধে যাহাদিগকে তোমরা (তাহাদের) হক যাহা তাহাদের জন্য ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে প্রদান করনা

وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ

অতার্‌গাবূনা আন্‌ তান্‌কেহু হোন্না অল্‌-মোছ্‌তাদ্‌আফীনা মেনাল্‌-ভেল্‌দা-নে,

আর (এতদ্‌সত্বেও) তাহাদের সহিত নেকাহ্‌ করার পক্ষে (তোমরা) লালায়িত আর (আল্লাহ্‌) অক্ষম শিশুদিগের সম্বন্ধে (ও হুকুম করিতেছেন যে তাহাদের অধিকার সংরক্ষণ করিবে),

وَأَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ

অ-আন্‌ তাকূমূ লেল্‌-য়্যাতা-মা- বেল্‌-কেছ্‌তে, অমা- তাফ্‌আলু মেন্‌ খায়্‌রেন্‌

আর (বিশেষ করিয়া) এতীমদিগের (হক) সম্বন্ধে সুবিচার সঠিক রাখিবে, আর (এতীমদিগের প্রতি) যে কোনও প্রকারের সদ্ব্যবহার কর

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا

ফা-ইন্নাল্লা-হা কা-না বেহী-আলীমা-। অএনেম্‌রাআতোন্‌ খা-ফাৎ মেম্‌ বা'লেহা-

তদ্বিষয়ে আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই জ্ঞাত (অর্থাৎ তোমাকে তিনি তাহার ছওয়াব দিবেন)। (৫০) আর যদি কোন স্ত্রীলোকের ভয় থাকে তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে

(৫০) আরবের লোকের প্রকৃতিগত স্বভাব সাধারণতঃ নির্ম্মম ত ছিলই, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিরুপায় ছির নারী ও পিতৃহীন (এতীম)। সুতরাং নারী ও এতীমগণের প্রতিই লোকের অনাচার-অত্যাচার জনিত নিষ্ঠুরতা বেশী প্রকাশ পাইত। এছলাম নারী ও এতীমদিগের প্রতি আচরিত সেই সকল অনাচার-অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। নারীদিগের সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশাবলী ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। এতীমগণের (স্থাবর অস্থাবর) মালের সংরক্ষণ জন্য নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইতেছে যে, উহা যেন গ্রাস করা

نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا

নোশ্‌যান্ আও্‌ এ'রা-দ্বান্ ফালা- জোনা-হা আলায়্‌হেমা— আঁই-ইয়োছ্‌লেহা-
ঝগড়ার অথবা অবহেলার তবে (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের (কাহারও) প্রতি (এ বিষয়ে) কিছুই
গোনাহ্‌ নাই যে (মীমাংসার কোন কথা স্থির করিয়া) আপোষে

بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ط

বায়্‌নাহোমা- ছোল্‌হান্, অছ্‌-ছোল্‌হো খায়্‌র্, অ-ওহ্‌দ্বেরাতেল্‌- আন্‌ফোছোশ্‌-শোহ্‌হা,
উভয়ে মিটমাট করিয়া লয়, আর মিটমাট (সকল অবস্থায়ই) উত্তম, আর (অল্প-বিস্তর) কার্পণ্য ত
সকলেরই মনে বিদ্যমান

وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ০

অ-ইন্ তোহ্‌ছেনূ অ-তাত্তাকু ফাইন্‌নাল্লা-হা কা-না বেমা- তা'মালূনা খাবীরা-।
আর যদি (তোমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত) সদ্ব্যবহার কর এবং (নির্দ্দয়তার অপকারিতা
হইতে) ভয় কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের (এই পুণ্যজনক) কার্য্যগুলি সম্বন্ধে অবগত
(অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে ইহার সুফল প্রদান করিবেন) ;

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا

অলান্ তাছ্‌তাতীউ—আন্ তা'দেলু বায়্‌নান্‌নেছা—এ অলাও্‌ হারাছ্‌তুম্ ফালা-
আর যদিও তোমরা প্রলুব্ধ থাক কিন্তু কখনই ত ইহা তোমাদের দ্বারা হইতে পারিবেনা যে (একাধিক)
ভার্য্যাগণের মধ্যে (তোমরা যথাযথ) ক্ষমতা রক্ষা করিতে পারিবে অতএব

تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا

তামীলু কুল্লাল্‌-মায়্‌লে ফাতাজারুহা- ফাল্‌-মোআল্লাকাহ্, অইন্ তোছ্‌লেহূ অ-তাত্তাকু
সম্পূর্ণ (একই জনের দিকে এরূপ) ঝুকিয়া পড়িও না যে আর আরকে (এভাবে) ছাড়িয়া দাও যথা
(শূন্যে) ঝুলয়মান, আর যদি (আপোষে) মীমাংসা করিয়া লও এবং (পরস্পরের প্রতি
সীমাতিক্রম হইতে) ভয় কর

না হন। ইহাতে লোক ভীতিগ্রস্ত হইয়া এতীমের বাড়ীতে পানাহার বন্ধ করিয়া দিলে পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ দান করা হয় যে, এরূপ নীতি অবলম্বনে উপকার ত দূরে থাকুক এতীমগণের উল্টা ক্ষতিই সাধিত হয়। এতীমের খাওয়া পানকরা এবং এতীমকে সঙ্গে রাখিতে দোষ নাই; শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোনও প্রকারে তাহার হক (প্রাপ্য, অধিকার) নষ্ট না হয়। এতীম বালীকাদের সম্বন্ধেও অনুরূপ একটী নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, তোমাদের দ্বারা যদি উহাদের হক হকুক ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব হক, তবে ইহাই শ্রেয়কর পন্থা যে, উহাদিগকে তোমরা পত্নিত্বে বরণ করিও না। মধ্যস্থভাবে এই নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু ফল দাঁড়াইল এই যে, লোকে উহাতে বুঝিল—এতীম বালিকাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। শুধু বুঝা-ই নহে, সঙ্গে সঙ্গে উহার কু-ফলও আরম্ভ হইল। কোন কোন অবস্থায় যথাঃ—এতীমের অভিভাবক, এতীম কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিত। এজন্য অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত না। কারণ সকলেরই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল—'এতীম কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।" কাজেই অত্রস্থ আয়তগুলিতে উহাদের ঐ ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে যে এতীম কন্যার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাদের হক (অধিকার) সংরক্ষণেরই জন্য—তাহাদের হক বিলোপের জন্য নহে।

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ

ফাইন্নাল্লা-হা কা-না গাফুরার্রাহীমা-। অএই-য়্যাতাফার্রাকা- ইয়োগ্নেল্লা-হো

তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর যদি (স্বামী-স্ত্রীতে মিটমাটের কোন পথ না থাকে এবং একে অন্য হইতে) পৃথক হইয়া যায় তবে আল্লাহ্ নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন'

كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ۝ وَلِلّٰهِ

কোল্লাম্ মেন্ ছাআতেহী, অকা-নাল্লা-হো ওয়া-ছেয়ান্ হাকীমা-। অলেল্লা-হে

নিজের গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে (উভয়ের) প্রত্যেককেই, আর আল্লাহ্ (অতীব) প্রশস্থ (এবং) তাঁহার তদ্‌বীর (অতি) পরিপক্ব। (৫১) আর (সমস্ত) আল্লার(ই)

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا

মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমা- ফেল্- আর্‌দ্বে, অলাকাদ্ অছ্‌ছায় নাল্লাজীনা উতোল্-

যাহা কিছু আকাশসমূহে রহিয়াছে আর যাহা কিছু ভুমণ্ডলে রহিয়াছে, আর (মুছলমানগণ!) আমি তাকীদ সহকারে ইহাই বলিয়া রাখিয়াছি যাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ

কেতা-বা মেন্ কাব্‌লেকুম্ অ-এইয়্যা-কুম্ আনেত্তাকোল্লা-হা, অইন্ তাক্‌ফোরূ ফাইন্না

(আছমানী) গ্রন্থ তোমাদের পূর্ব্বে তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে যে (আল্লা(র অসন্তুষ্টি) হইতে ভয় রাখিবে. আর যদি (তাঁহার) হুকুম অমান্য কর তবে (তিনি তোমাদের কোনই পরোয়া করেন না কারণ)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا

লেল্লা-হে মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমা- ফেল্-আর্‌দে, অ-কা-নাল্লা-হো গ্বানীয়্যান্

যাহা কিছু আকাশসমূহে আর যাহা কিছু ভু-জগতে (তৎসমস্ত) আল্লারই, আর আল্লাহ্ নিশ্চিন্ত

حَمِيْدًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى

হামীদা-। অলেল্লা-হে মা- ফেছ্‌ছামা-ওয়া-তে অমা- ফেল্-আর্‌দে, অ-কাফা-

(এবং) প্রশংসিত। আর আল্লারই যাহা কিছু আকাশসমূহে আর যাহা কিছু ভু-মণ্ডলে, আর আল্লাই যথেষ্ট

بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ

বেল্লা-হে অকীলা-। এই-য়্যাশা' ইয়োজ্‌হেব্‌কুম্ আয়্‌ইয়োহান্না-ছো অ-য়্যা'তে

কার্য্যনিয়ন্তা। হে লোক সকল! তিনি যদি ইচ্ছা করেন—তোমাদিগকে (দুনিয়ার আড়াল হইতে) উঠাইয়া অন্যদিকে আনিয়া আবাদ

(৫১) অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেহ মনে না করে যে, আহার ব্যতিরেকে অন্যের কোন কার্য্য বন্ধ হইয়া থাকিবে।

بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝ مَنْ كَانَ

বেআ-খারীনা, অকা-নাল্‌লা-হো আলা- জা-লেকা ক্বাদীরা-। মান্‌ কা-না

করিতে পারেন, আর আল্লাহ্‌ এরূপ করিতে সক্ষম। যাহার (নিজের কার্য্যাবলীর)

يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ

ইয়োরীদো ছাওয়া-বাদ্দোন্‌য়া- ফাএন্দাল্‌লা-হে ছাওয়া-বোদ্দোন্‌য়্যা- অল্‌-আ-খেরাহ্‌,

ফল গ্রহণ ইহলোকে আবশ্যক হইবে তবে আল্লার নিকট ইহলোক ও পরলোক (উভয় লোক)-এর ফল (মওজুদ) রহিয়াছে (অপিচ দীন ও তুনিয়া উভয় ক্ষেত্রের সুফল কেন তাঁহার সকাশে প্রার্থনা না করা হয়),

---

৪ ১৭ — ১৬ রুকু

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অকা-নাল্‌লাহো ছামীআম্‌ বাছীরা-। ৪ ইয়্যা—আয়্‌ইয়োহাল্‌লাজীনা আ-মানূ

আর আল্লাহ্‌ সকলের (কথা বা বোল) শ্রবণ করেন (এবং সকলের অবস্থা) দর্শন করেন।

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ

কুনূ ক্বাওয়া-মীনা বেল্‌-কেছ্‌তে শোহাদা—আ লেল্‌লা-হে অলাও্‌ আলা— আন্‌ফোছেকুম্‌

দৃঢ়তার সহিত ঠিক থাকিও সুবিচারের প্রতি (আর তোমরা) আল্লার জন্য সাক্ষ্যদাতা রহিও যদিওচ (সেই সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের

اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا

আওেল্‌ ওয়ালেদায়্‌নে অল্‌ আক্‌রাবীনা, এই-য়্যাকোন্‌ গ্বানীয়্যান্‌ আও্‌ ফাক্বীরান্‌

কিম্বা মাতা পিতা এবং আত্মীয়গণের বিরুদ্ধও হয়, যদি (উহাদের মধ্যে) কেহধনী অথবা দরিদ্র হয়

فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ

ফাল্‌লা-হো আও্‌লা- বেহেমা-; ফালা- তাত্তাবেওল্‌-হাওয়া— আন্‌ আ'দেলূ

তবে উভয়েরই প্রতি আল্লার সমধিক দয়া রহিয়াছে, এতএব তোমরা (উহাদের খাতিরে) কু-ইচ্ছার অনুসরণ করিও না যাহাতে তোমরা ন্যায়-বিমুখী হও,

---

وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

অইন্‌ তাল্‌ভু—আও্‌ তো'রেদূ ফাইন্নাল্‌লা-হা কা-না বেমা- তা'মালূনা খাবীরা-।

আর যদি তোমরা বক্রভাবের সাক্ষ্য দাও কিম্বা (সাক্ষ্য দিতে) বিমুখ হও (তবে যদ্রূপ কর্ম্ম তদ্রূপ ফল পাইবে, কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ যাহা তোমরা করিতেছ তদ্বিষয়ে অবগত।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

ইয়া—আয়্ইয়োহাল্লাজীনা আ-মানূ— আ-মেনূ বেল্লা-হে অ রাছুলেহী

হে মুছলমানগণ! (তোমরা) আল্লার প্রতি ঈমান লইয়া আইস আর তাঁহার রছুল (মোহাম্মদ)-এর প্রতি

وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ

অল্-কেতা-বেল্লাজী নায্যালা আলা- রাছুলেহী অল্-কেতা-বেল্লাজী— আন্যালা

আর সেই কেতাব (কোরআন)-এর প্রতি যাহা তিনি নিজের রছুল (মোহাম্মদ)-এর প্রতি নাজেল করিয়াছেন আর সেই কেতাবগুলির প্রতি (অন্যান্য পয়গাম্বরের প্রতি) নাজেল করিয়াছেন

مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ

মেন্ কাব্লো, অমাঁই য়্যাক্ফোর্ বেল্লা-হে অ-মালা—একাতেহী অ-কোতোবেহী

(কোরআনের) অগ্রে, আর যে ব্যক্তি আল্লার মোনকের ও তাঁহার ফেরেশ্তাগণের এবং তাঁহার কেতাবসমূহের

وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ○

অ-রোছোলেহী অল্-য়্যাওমেল্-আখেরে ফাকাদ্ দ্বল্লা দ্বলা-লাম্-বাঈদা।

ও তাঁহার রছুলগণের এবং শেষ দিবসের তবে সেই ব্যক্তি (সরল পথ হইতে) বহু দূরে ভ্রষ্ট হইল।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا

ইন্নাল্লাজীনা আ-মানূ ছোম্মা কাফারূ ছোম্মা আ-মানূ ছোম্মা কাফারূ ছোম্মায্দা-দূ

যাহারা এছলাম গ্রহণ করিল তৎপর (এছলাম হইতে) ঘুরিয়া বসিল তৎপর (পুনরায়) এছলাম গ্রহণ করিল তৎপর (আবার এছলাম হইতে) ঘুরিয়া বসিল (আর ঘুরিয়া বসিবার) পরে

كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

কোফ্রাল্-লাম্ য়্যাকোনেল্লা-হো লেয়্যাগ্ফেরা লাহুম্ অলা লে-য়্যাহ্দেয়াহুম্

কুফরীতে অধিকতর অগ্রসর হইতে রহিল তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমাও করিবেন না এবং তাহাদিগকে প্রদর্শন করিবেন না

سَبِيْلًا ؕ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ

ছাবীলা-। বাশ্শেরেল্ মোনা-ফেকীনা বে-আন্না লাহুম্ আজা-বান্ আলীমা- ;—

(সরল) পথ। (হে রছুল!) মোনাফেকদিগকে সুসংবাদ শুনাইয়া দাও যে (পরকালে) তাহাদের ব্যাথাদায়ক শাস্তি হইবে ;—

نِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط

নেল্লাজীনা য়্যাত্তাখেজুনাল্-কা-ফেরীনা আওলেয়্যা—আ' মেন্দুনেল্ মো'মেনীন;

সেই লোক যাহারা কাফেরদিগকে বন্ধু গ্রহণ করিয়া থাকে মুছলমানদিগকে ছাড়িয়া,

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۵

আয়্যাব্তাগূনা এন্দাহোমোল্ ইয্যাতা ফাইন্নাল্-এয্যাতা লেল্লা-হে জামীআ-।

(উহারা) কি কাফেরদিগের নিকট (নিজেদের) সম্মান (বৃদ্ধি করিতে) ইচ্ছা করিতেছে?—অপিচ সমুদয় সম্মান ত আল্লারই। (৫২)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

অক্বাদ্ নায্যালা আলায়কুম্ ফেল্ কেতা-বে আন্ এজা- ছামে'তুম্ আ-য়্যা-তেল্লা-হে

আর নিশ্চয়ই তোমা(মুছলমান)দিগের প্রতি (আল্লাহ্ নিজের) কেতাব (অর্থাৎ কোরান)-এ (এই হুকুম) নাজেল করিয়াছেন যে কখন তোমরা (নিজেদের কর্ণে) শ্রবণ করিবে যে আল্লার আয়তসমূহে

يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ

ইয়োক্ফারো বেহা- অইয়োছ্তাহ্যায়ো বেহা- ফালা- তাক্ওদূ মাআহুম্

এন্কার করা হইতেছে এবং তৎপ্রতি ঠাট্টা করা হইতেছে তবে তদ্রূপ লোকদিগের সহিত বসিও না

حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ صلے اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ

হাৎতা- য়্যাখুদূ ফী হাদীছেন্ গায়্রেহী, ইন্নাকুম্ এজাম্ মেছ্লোহুম্, ইন্নাল্লা-হা

সেই সময় পর্য্যন্ত যে উহার ছাড়া অন্য কথার আলোচনায় লিপ্ত হয়, নচেৎ তদবস্থায় তোমরাও উহাদেরই ন্যায়(কাফের) হইয়া যাইবে, নিশ্চয় আল্লাহ্

جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۵ نِ الَّذِيْنَ

জা-মেওল্- মোনা- ফেক্বীনা অল্ কা-ফেরীনা ফী জাহান্নামা জামীআ-। নেল্লাজীনা

মোনাফেকগণের ও কাফেরগণের সকলেরই দোজখে (একই স্থানে) জড় করিতে থাকিবেন— যাহারা (যে মোনাফেক দল এখনও)

(৫২) অর্থাৎ তাঁহারই অধিকারে এবং তাঁহারই হস্তে— وتعز من تشاء وتذل من تشاء
"যাহাকে ইচ্ছা সম্মানাস্পদ এবং যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন।"

يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا

য়্যাতারাব্বাছুনা বেকুম্, ফাইন্ কা-না লাকুম্ ফাৎহোম্ মেনাল্লা-হে ক্বা-লূ—

আমাদের (ভাগ্য পরীক্ষার) অপেক্ষা করিতেছে (যে, কাফেরগণের সহিত যুদ্ধে মুছলমানগণ বিজয়ী না কি পরাজিত হয়), অপিচ আল্লার তরফ হইতে যদি তোমাদের জয়লাভ ঘটে তখন (তোমাদিগকে) বলে

اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ

আলাম্ নাকোম্ মাআকুম্—অইন্ কা-না লেল্ কা-ফেরীনা নাছীবোন্, ক্বা-লূ—আলাম্

আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না—আর যদি কাফেরগণের (বিজয়-)সৌভাগ্য ঘটে, তখন (নিজেদের বাহাদুরী জাহির করিতে কাফেরদিগের সহিত) বলিতে থাকে—আমরা কি

نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ

নাছ্তাহ্ভেজ্ আলায়্কুম্ অ-নাম্না'কুম্ মেনাল্-মো'মেনীনা, ফাল্লা-হো য়্যাহ্কোমো

তোমাদের উপর চাপিয়া পড়িবার উপক্রম করি নাই আর তোমাদিগকে কি মুছলমানদিগের হইতে রক্ষা করি নাই, (৫৩) অতএব (মুছলমানগণ !) আল্লাহ্ মীমাংসা করিবেন

بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ

বায়্নাকুম্ য়্যাওমাল্-কেয়্যা-মাহ্, অ-লাঁই-য়্যাজ্আলাল্লা-হো লেল্-কা-ফেরীনা

তোমাদের মধ্যে (এবং মোনাফেকদিগের মধ্যে) কেয়ামত-দিবসে, আর আল্লাহ্ কখনই দিবেন না কাফেরদিগের

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۠ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ

আলাল্-মো'মেনীনা ছাবীলা-। ৫   ইন্নাল্-মোনা-ফেক্বীনা ইয়োখা-দেউনাল্লা-হা

মুছলমানদিগের প্রতি (সকল প্রকারে) প্রভাবশালী থাকিবার সুযোগ। (৫৪) মোনাফেকগণ (মুছলমানদিগের ধোকা দিয়া দিয়া যেন) আল্লাহ্ কে ধোকা দিতেছে

৫ / ২০ / ১৭ রুকু

(৫৩) মুছলমান ও কাফেরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে মোনাফেকদল প্রকাশ্যে ত মুছলমানদিগের পক্ষাবলম্বন করিত, কিন্তু সে-পক্ষাবলম্বনের মধ্যে তাহারা এরূপ চালাকি করিত যাহাতে মুছলমান অথবা কাফের যে পক্ষই জয়ী হইত, বিজেতাপক্ষের নিকট বিজিতপক্ষের ত্যক্ত মাল আসবাবের অংশ-দাবী করিত। অর্থাৎ মুছলমানগণ জয়ী হইলে গনিমতের মালে হিস্সা বসাইবার জন্য মোনাফেকদল বলিত—"আমরাও ত তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, আমাদিগকেও গনিমতের হিস্সা দিতে হইবে।" আর কাফেরগণ জয়ী হইলে মোনাফেকদল তাহাদের কাছে যাইয়া বচন আওড়াইত—"মুছলমানরা ত তোমাদের উপর জয়ী, হইয়াই গিয়াছিল, কেবল তোমাদের খাতিরে আমরা যুদ্ধে তদধিক, মনোযোগী হ'ই নাই, তজ্জন্যই তোমরা জয়ী হইয়াছ, তোমাদের বিজয় আমাদেরই জন্য, অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তগত মুছলমানদিগের মাল আসবাবের হিস্সা পাওয়ার আমরাও অধিকারী।"

(৫৪) এ স্থলে 'বিজয়ী' অর্থে দুইটী বিষয়:—(১) ইহলোকে কাফেরগণ মুছলমানদিগের প্রতি মজহাবী দলীলসমূহের দিক দিয়া কখনই বিজয়ী হইতে পারে না, অথবা কাফেরদিগের এরূপ প্রভাব

وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

অ-হুওয়া খা-দেওহুম্, অ-এজা- কা-মূ— এলাছ্‌ছালা-তে কা-মূ কোছা-লা।

অথচ (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্‌ই উহাদিগকে ধোকা দিতেছেন, (৫৫) আর (উহারা) যখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন (নিতান্ত) কাহিলীভাবে দণ্ডায়মান হয়,

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۙ مُّذَبْذَبِيْنَ

ইয়্যোরা— উনান্‌নাছা অলা- য়্যাজ্‌কোরূনাল্‌লা-হা ইল্‌লা- কালীলাম্—মোজাবজ্‌জাবীনা

(উহারা) লোকদিগকেই দেখাইয়া থাকে আর (মনোযোগ সহকারে) আল্লার স্মরণ করে না কিন্তু এমনই কিছু—(উহারা) ধোকা খাইতেছে

بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ

বায়্‌না জা-লেক্, লা—এনা- হা—উলা—এ অলা—এলা-হা—উলা—এ, অমাঁই

কোফরী ও ঈমানের মধ্যস্থলে পড়িয়া, না ইহা(মুছলমানদের)দের দিকে আর না উহা (কাফের)দের দিকে, আর যাহাকে

يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ

ইয়োদ্‌লে-লেল্‌লা-হো ফালান্ তাজ্জেদা লাহূ ছাবীলা-। ইয়া— আয়্‌ইয়োহাল্‌লাজীনা

আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তবে সম্ভবই নহে যে তুমি তাহার জন্য পথ খুঁজিয়া বাহির কর। হে সেই সকল লোক যাহারা

اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

আ-মানূ লা- তাত্তাখেজোল্-কাফেরীনা আওলেয়্যা—আ মেন্ দূনেল্-মো'মেনীনা

ঈমান আনিয়াছে (তোমরা) মুছলমানদিগের ছাড়া কাফেরদিগকে বন্ধু গ্রহণ করিও না,

أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

আতোরীদূনা আন্ তাজ্‌আলূ লেল্‌লা-হে আলায়্‌কুম্ ছোল্‌তানাম্-মোবীনা-।

তোমরা কি ইহাই ইচ্ছা করিতেছ যে আল্লার (প্রতি) সুস্পষ্ট দোষারোপ নিজেদের উপর বর্ত্তিয়া লও ?

প্রতিপত্তিও সম্ভব নয় যৎফলে তাহারা মুছলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে। (২) পরলোকে কাফেরগণ মুছলমানদিগের সম্মুখে যৎপরোনাস্তি হেয়, নির্য্যাতিত ও অপদস্থ হইবে।

(৫৫) "খোদা ধোকা দিতেছেন" অর্থে খোদা মোনাফেকদিগের এমনই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটাইয়াছেন যে, উহারা চিন্তা করে কিছু আর হইয়া যায় অন্য কিছু।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

ইন্নাল্-মোনা-ফেক্কীনা ফেদ্দার্কেল্-আছ্ফালে মেনান্না-র্, অলান্ তাজ্জেদা লাহুম্

(ইহাতে) কোনই সন্দেহ নাই যে মোনাফেকগণ দোজখের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিতি করিবে, আর (হে রছুল! তথায়) তুমি কাহাকেও পাইবে না উহাদের

نَصِيْرًا ۙ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا

নাছীরা-; ইল্লাল্লাজীনা তা-বু অ-আছ্লাহু অ'তাছামূ বেল্লা-হে অ-আখ্লাছু

সাহায্যকারী; কিন্তু (উহাদের মধ্যকার) যাহারা তওবা করিয়াছে আর নিজেদের অবস্থার সংশোধন করিয়াছে আর দৃঢ়ভাবে আল্লার আশ্রয় লইয়াছে আর খাঁটী করিয়াছে

دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ

দীনাহুম্ লেল্লা-হে ফাউলা—একা মাআল্-মো'মেনীন, অছাওফা ইয়্যো'তেল্লা-হোল্-

নিজেদের দীনকে আল্লার(ই) জন্য তবে এই লোকেরাই মুছলমানদিগের সহিত (বেহেশ্তে) থাকিবে, আর সত্বরই দিবেন আল্লাহ্

الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ

মো'মেনীনা আজ্রান্ আজীমা-। মা- য়্যাফ্আলোল্লা-হো বে-আজা-বেকুম্

মুছলমানদিগকে (পরকালের) মহা সুফল। তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া আল্লার কি দরকার —

إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۝

ইন্ শাকার্তুম্ অ-আ-মান্তুম্; অ-কা-নাল্লা-হো শা-কেরান্ আলীমা-।

যদি তোমরা (আল্লার) শোকরগোজারী কর আর (তাঁহার প্রতি) বিশ্বাসী থাক; বরং আল্লাহ্ (ত শোকর গোজারদিগের) সম্মানাভিজ্ঞ (এবং তাহাদের অবস্থা বিষয়ে) জ্ঞাতা।

সূচীপত্র

PRINTED BY. ERSONS ART PRESS.
6 TANTI BAGAN LANE, CALCUTTA.